চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 2 March, 2020 ■ আগরতলা, ২ মার্চ, ২০২০ ইং ■ ১৮ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বঙ্গে একুশের দামামা বাজিয়ে মমতাকে অমিত শাহের হুশিয়ারী ‘আর নয় অন্যায়’

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : আগামী বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ভাষণে প্রবল ভাবে তিনি আক্রমণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

অমিত শাহ বলেন, মমতা দিদি গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে ঘরে গিয়ে বলছেন ‘দিদিকে বলো’। কী বলবে লোকে আপনাকে? চারিদিকে এই অবস্থা সবাই মিলে বলুন, ‘আর নয় অন্যায়’! আজকের এই সভা থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের এই অভিযান। আমি বলছি ‘আর নয়’। আপনারা সবাই বলবেন ‘অন্যায়’। এই ভাবেই মঞ্চ থেকে অমিতবাবু ধ্বণি দিলেন ‘আর নয়’। শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠলো ‘অন্যায়’ কথাটায়।

এদিন নির্ধারিত সময়ে অমিত শাহ এসে পৌঁছান শহিদ মিনারের পাদদেশে। তাঁকে মাইক্রোফোনে স্বাগত জানান রাহুল সিংহ। ‘জয় শ্রীরাম’, অমিত শাহ জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হয় চতুর্দিক। প্রধান বক্তা হিসাবে শুরুতেই অমিতবাবু বলেন, ‘ভারত মাতা কী জয়!’ ধ্বনী পছন্দ হল না তাঁর। বললেন, ‘বাংলার লোকের কন্ঠস্বর কোথায় গেল? আওয়াজ জোরে করো’। এর পর ফের বললেন, ‘ভারত মাতা কী জয়!’ এ বার সমবেতরা আরও জোরে ধ্বনী দিলেন।

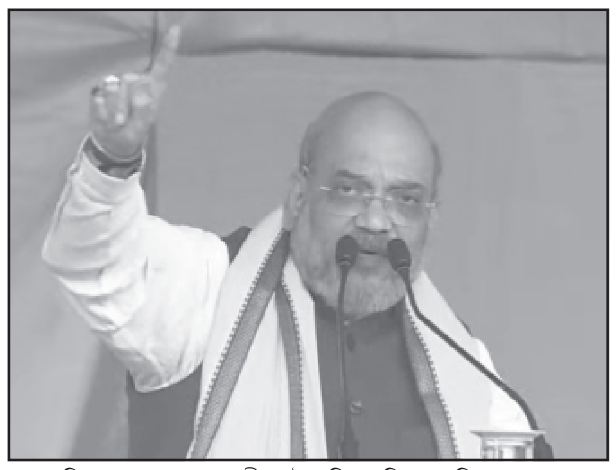

অমিতবাবু বলেন, মা কালীর এই পবিত্র ভূমিকে আমি হাত জোড় করে প্রণাম করছি। শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমবাবু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহান ব্যক্তিরা এই ভূমি থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বারবার প্রণাম করি ওঁদের। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু,হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুণ্যভূমিকে প্রণাম করি। আর প্রণাম জানাই বাংলার মানুষকে। ৪২ টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৮ এনে দিয়েছেন ওঁরা। যার ফলে গোটা দেশে ৩০০-র বেশি আসন পেয়েছে বিজেপি।

অমিতবাবু বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে বলতেন বিজেপি-র জামানত জব্দ হয়ে যাবে। সেই বিজেপি লোকসভা ভোটে দেখিয়ে দিল কী ফল হতে পারে। এবার বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মানুষ জবাব দিন। রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে। ২০১৯ সালে ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক মোদীজি-র পক্ষে রায় দিয়েছিল। আমার ভরসা আছে বাংলার মানুষের প্রতি।

এখানকার পরিবর্তন রোখা যাবে না। বিধানসভায় বিজেপি আসবে। এটা বাংলার বিকাশের যাত্রা। মানুষের প্রতি আস্থা রাখার যাত্রা। কোটি কোটি ভাই-বোনের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রিপারের ধাক্কায় নিহত মহিলা ১৪ চাকার ট্রাকের চাপায় গুরুতর আহত পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ চড়িলাম, ১ মার্চ।। টিআর-০৩-বি-১৬৩৫ নম্বারের ট্রিপারের ধাক্কায় এক মহিলা নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু। ঘটনা রবিবার বিলোনিয়ার সুকান্তনগর পঞ্চায়েতের শংকর মঠ এলাকায়। দ্রুত গতিতে ধেয়ে আসা গাড়ীটি মহিলাকে ধাক্কা মেরে চলে যায় বলে জানায় প্রত্যক্ষ দর্শীরা। ঘটনাস্থলে ঐ মহিলা শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

গাড়ীটি বিলোনিয়ার দিক থেকে রাজনগরের দিকে যাচ্ছিলো। সাথে সাথে এলাকাবাসী ছুটে এসে বিলোনিয়া থানা ও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে মৃতদেহ বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল কর্মীরা। মৃত মহিলা নির্মাণ শ্রমিকের নাম দিলপতি ত্রিপুরা, বয়স ৫০। মহিলা শ্রমিকের বাড়ি ঋষ্যমুখের রতিমোহন পাড়ার শিবপুরে। পরে পুলিশ বড়পাথরি এলাকা থেকে ঘাতক ট্রিপার গারিটিকে আটক করে পুলিশ। চালক পলাতক। এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানায় পুলিশ।

এদিকে, ১৪ চাকার লরি পিষে দিল সত্যজিৎ রায় নামের এক মাঝবয়সী ব্যক্তিকে। বর্তমানে ওই ব্যক্তি জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে।

ঘটনা রবিবার দুপুরে বিশালগড় বাজারে। জানা গেছে এনএল ০১-এডি৬৮৭১ নম্বরের একটি ১৪ চাকার লরি সিমেন্ট নিয়ে উদয়পুর গিয়েছিল। গাড়িটি এসেছিল শিলং থেকে। উদয়পুরের সিমেন্ট নামিয়ে দিয়ে ফের শিলং ফেরার পথে এই ঘটনা। যতদূর জানা গেছে, এই গাড়িটি ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানির নিজস্ব গাড়ি। বিশালগড় বাজারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরেও অস্বাস্থ্যকর খাবার মিলছে হোটেল ও রেঁস্তোরায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ মার্চ।। আগরতলার পর গোমতী জেলার সদর মহকুমা উদয়পুর বিভিন্ন খাবারের ও হোটেল দোকানে হানা দিয়ে অস্বাস্থ্যকর খাবার পেয়ে মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে গত কয়েকদিন হোটেল এবং মিষ্টির দোকান সিল করে দেওয়া হয়।

গত কয়েকদিনের মতো শনিবার রাত্রিতেও মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের নেতৃত্বে এই অভিযান চলে। অন্যরা হলেন ডিসিএম কিরীট মোহন সরকার, খাদ্য বিশ্লেষক শান্তনু বিশ্বাস, গোমতী জেলার ফুড সেফটি অফিসার দয়াল রাম দাশ, এই প্রতিনিধি দলটি মাতাবাড়ি, বাগমা, উদয়পুর, রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় এই অভিযান শুরু হয়। অভিযান চলে রাত্রি পর্যন্ত। মাতাবাড়ি জনতা হোটেলে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ মদের বোতল পাওয়া যায় বলে মহকুমা শাসক জানান।

তিনি আরো বলেন, এই হোটেলে অসামাজিক কাজ হয় বলে তিনি জানতে পেরেছেন। অনুরূপ রাজারবাগ একটি হোটেলে এবং নিরামিষ শক্তি হোটেলে ডোমেস্টিক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া গেছে। তেমনি গত কয়েকবছর ধরে পুর পরিষদের ট্রেড লাইসেন্স রেনিউ করেনি। ফলে এক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাংবাদিকদের জানান। আগামীদিনেও এই অভিযান চলবে বলে জানান।

১৬ মার্চ ৩ দিনের বাংলাদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.)।। আগামী ১৬ মার্চ তিনদিনের বাংলাদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উৎসব উদযাপনে অংশ নিতেই প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ নেবেন বলে কেন্দ্রীয় সূত্রের খবর ঊএই সফরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।

জানা গিয়েছে, ১৭ তারিখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উৎসব উদযাপনে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উ তাঁর জন্য আগামী ১৬ মার্চ তিনদিনের বাংলাদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঊ এই সফরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরের আগেই সোমবার বাংলাদেশ যাচ্ছেন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। দুদিনের সফরে বাংলাদেশ যাচ্ছেন। মূলত মোদীর সফরসূচি এবং প্রস্তুতি হিসাবেই শ্রিংলার এই সফর।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশের পর এই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর। ফলে এই সফর রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বাংলাদেশে ঘেরাওয়ের হুমকি দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার হেফাজতে ইসলাম সহ বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতৃত্ব একযোগে জানিয়েছিলেন, ভারতের রাজধানী দিল্লিতে যেভাবে মুসলিমদের উপর হামলা হয়েছে। তার প্রতিবাদে শুক্রবার জুম্মার নমাজের পর বিক্ষোভ সমাবেশ হবে। সেই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে মুজিব বর্ষের অনুষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লীতে আরও তিনটি দেহ উদ্ধার, বাড়তে পাড়ে মৃতের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.)।। আরও তিনটি দেহ উদ্ধার হল দিল্লি থেকে ঊ রবিবার সকলে প্রথমে উত্তর-পূর্ব দিল্লির গোকুলপুরি এলাকার নর্দমা থেকে মিলেছে একটি দেহ।চাঁদবাগ সংলগ্ন ভাগীরথী বিহারের যে খালে আইবি কর্মী অঙ্কিত শর্মার দেহ মিলেছিল, সেখান থেকে আরও দু’টি দেহ মিলেছে। এখনও কারও পরিচয় জানা যায়নি। সেইসঙ্গে এরা দিল্লির সাম্প্রতিক ঘটনা বলি কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গত রবিবার রাত থেকে নাগরিকত্ব আইন নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দিল্লির মউজপুর, শিব বিহার, খেজুরিখাস, জাফরাবাদ এলাকা। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে ঊ এই অবস্থায় রবিবার আরও তিনটি দেহ উদ্ধার হল দিল্লি থেকে ঊ রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ প্রথম দেহটি উদ্ধার করা হয়। বিকেলে উত্তর-পূর্ব দিল্লির গোকুলপুরি এলাকার নর্দমা থেকে মিলেছে একটি দেহ। চাঁদবাগ সংলগ্ন ভাগীরথী বিহারের যে খালে আইবি কর্মী অঙ্কিত শর্মার দেহ মিলেছিল, সেখান থেকে আরও দু’টি দেহ মিলেছে। এখনও কারও পরিচয় জানা যায়নি বলেই জানিয়েছে পুলিশ। দেহগুলি পচে-গলে নষ্ট হয়ে গেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, গোকুলপুরির ওই নর্দমাটি থেকে এর আগে অঙ্কিত শর্মা-সহ আরও চারটি দেহ উদ্ধার হয়েছিল। পুলিশ মনে করছে, আরও বহু দেহ মিলতে পারে এভাবে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, অনেককে মেরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে খালে। এছাড়াও প্রায় তিনশো মানুষ জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি, তাঁদের মধ্যেও অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীর নিখোঁজ ভাই উদ্ধার আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী সুখদেব পানসের ভাই অমিত গায়কোয়াড-কে গতকাল আগরতলা রেল স্টেশনে উদ্ধার করেছে ত্রিপুরার আমতলী থানার পুলিশ। রবিবার মধ্যপ্রদেশের মাধবনগর থানার পুলিশ তাঁকে নিতে এসেছে।

এ-বিষয়ে আমতলী থানার ওসি সিদ্ধার্থ কর বলেন, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মধ্য প্রদেশের কঠনি জেলার বাসিন্দা অমিত গায়কোয়াড নিখোঁজ হয়েছিলেন। পুলিশ তাঁর গাড়ি উদ্ধার করেছিল। মাধবনগর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলেন অমিতের পরিবার। তারপর মোবাইল টাওয়ার লোকেসন দেখে মাধবনগর থানার পুলিশ আমতলি থানায় যোগাযোগ করে এবং ওই ব্যাক্তির সমস্ত তথ্য পাঠায়। সিদ্ধার্থবাবু বলেন, মাধবনগর থানার পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বটতলায় রামজি প্যালেস হোটেলে ওই ব্যাক্তি গত শুক্রবার আগরতলায় এসে উঠেছিলেন। তারপর গতকাল তাকে আগরতলা রেল স্টেসনে দেখতে পেয়ে পুলিশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামী পরিত্যাক্ত মহিলাকে ধর্ষণের দায়ে জেলে শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১লা মার্চ।। স্বামী পরিত্যাক্তা গৃহবধূকে ধর্ষণের দায়ে এক শিক্ষককে জেল হাজতে পাঠিয়েছে আদালত। ঐ গুণধর শিক্ষকের নাম শান্তি কুমার দাস। ঘটনা তেলিয়ামুড়ার তুইসিন্দ্রাই এলাকায়।

সংবাদসূত্রে জানা গেছে ৭বছরের সন্তান সহ যুবতি গৃহবধূ স্বামী পরিত্যাক্তা হয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। হাওয়াইবাড়ি প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষক শান্তিকুমার দাসের সমন্ধিকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ঐ স্বামী পরিত্যাক্তা গৃহবধূর এরই সুবাদে দুজনে পলিয়ে গিয়ে তিন মাস সহবাস করে। এরপর গৃহবধূকে ছেড়ে গা ঢাকা দেয় দ্বিতীয় স্বামী। আবারও বাপের বাড়ি আশ্রয় নেয় অসহায় যুবতি। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্বামী পরিত্যাক্তা গৃহবধূর বাপের বাড়িতে এসে শিক্ষক শান্তিকুমার দাস সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার কৌশল নেয়। তার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করে দেবে আশ্বস্ত করে ফুসলিয়ে তাকে ধর্ষণ করে।

এই ব্যাপারে ধর্ষিতা তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পুলিশ অভিযুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু তেইশ মাসের শিশুকণ্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১লা মার্চ ।। জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ২৩ মাসের এক শিশু কন্যার। শিশুটির নাম অর্পিতা বিশ্বাস। বাবার নাম টিটন বিশ্বাস, পেশায় কাঠ মিস্ত্রি। বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন পুকুইবাড়ি এলাকায়। ঘটনা রবিবার সকাল আটটা নাগাদ।

জানা যায় পরিবারের লোকজনদের অলক্ষে শিশু কন্যা অর্পিতা বাড়ির পাশেই পুকুরের জলে পড়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ বাড়িতে শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে পরিজনের লোকজনরা খোঁজুখুঁজি শুরু করেন। পুকুরের পাড়ে গিয়ে দেখা যায় জলে ভাসছে শিশুটির দেহ। শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক অর্পিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

টেস্ট উত্তীর্ণ হলেও পর্ষদের দ্বাদশ পরীক্ষায় বসতে পারছে না ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। কুলাই দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ছাত্রী দিয়া দেব। কুলাই উওর নালিছড়ার স্থানীয় বাসিন্দা সি আর পি এফ জওয়ান দেবাশিস দেবের কন্যা দিয়া দেব এবছরের উচ্চমাধ্যমিকে কলা বিভাগের পরীক্ষার্থি। সে কুলাই দ্বাদশ বিদ্যালয় থেকেই পড়াশুনো করেছে। কিন্তু স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা উতরে যাবার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ দিয়াকে ফর্ম পূরণ করার জন্য ডাকেনি বলে অভিযোগ। ফলে যথারীতি তার অ্যাডমিট কার্ড আসেনি। স্কুল কর্তৃপক্ষকে গোটা বিষয় জানিয়ে সুরাহার আবেদন করেছেন দিয়ার বাবা দেবাশিস দেব।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ে আবেদন জানানো হয়। চারদিন কেটে গেলেও হিল্লে হল না বিষয়টির। এখন পরীক্ষা দোরগোড়ায়। সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। ফলে কার্যত দিশেহারা পরীক্ষার্থি দিয়া ও তার অভিভাবক। দীয়ার মা অভিযোগ করেন স্কুল কর্তৃপক্ষের জন্যই তাঁর মেয়ের একটি বছর নষ্ট হয়ে গেছে।এক সাক্ষাতারে দিয়া জানায় স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে দিয়া খবর পায়নি ফর্ম পূরন করার জন্য। যার ফলে তার এডমিট আসেনি। এবছর পরীক্ষায় বসতে পারবেনা সে। রেজিস্ট্রেশন নিলেও ফর্ম ফিলাপের জন্য কোন বিষয় জানানো হয়নি। যে কারণে এডমিট কার্ড পায়নি সে। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয় এই বিষয়ে আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না তাঁর।

পরে বিষয়টি নিয়ে কুলাই দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিষয়টি নজরে এসেছে। কিন্তু টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার সময় স্কুলের বোর্ডে ফর্ম পূরন করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে তিনি উচ্চপদস্থ আদিকারিকদের সাথে কথা বলেছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন। প্রশ্ন উঠেছে স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ববোধ নিয়ে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে একমাত্র কলা বিভাগের এই ছাত্রীই কেন এডমিট কার্ড পেলনা। কেন অন্যরা জানলেও এই ছাত্রী জানল না ফর্ম ফিলাপের দিনক্ষনের বিষয়ে। এই সমস্ত প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

অবশেষে জীবন যুদ্ধে হারলেন কৃষ্ণধন দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১ মার্চ ।। অবশেষে জীবন যুদ্ধে হার মানলেন বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি গ্রামের কৃষ্ণধন দাস। তিনদিন ধরে আগরতলার জিবি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় শনিবার গভীর রাতে তিনি শেশ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কৃষ্ণধন দাস পারিবারিক ঝামেলার কারণেই নিজ বাড়িতে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়, কদমতলা ও তেলিয়ামুড়ায় কোটি কোটি টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

চোরাচালানে অভিনবত্ব, সিলিন্ডারে ভরে ইয়াবা বিএসএফের পোশাকে জিপসিতে গাঁজা, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি/ চড়িলাম/ তেলিয়ামুড়া, ১ মার্চ।। অবৈধ নেশা কারবারীদের পাচার বাণিজ্য অব্যাহত। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে দিন রাত পুলিশ প্রশাসন অক্লান্ত পরিশ্রম করে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিক।কিন্তু অবৈধ নেশা কারবারিরা তাদের নেশার পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রাখতে নিত্যদিন নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করে যাচ্ছে। বহিঃ রাজ্য থেকে নেশা জাতীয় ফেনসিডিল ইয়াবা ট্যাবলেট ও হেরোইন রাজ্যে প্রবেশ করছে। তবে রাজ্য পুলিশ শক্ত হাতে নেশা কারবারি ও নেশাজাতীয় সামগ্রী জব্দ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

অপরদিকে রাজ্য থেকে

নেশাজাতীয় গাঞ্জা বহি রাজ্যে প্রচার হচ্ছে। কখনো পন্যবাহী লড়ি ভেতর, কখনো ওয়েল ট্যাংকি গাড়ির ভেতর, কখনো এম্বুলেন্সের ভেতর করে অবাধে গাঞ্জা বহিঃ রাজ্য পাচার হলেও রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন গাঞ্জা প্রাচার রোধে শক্ত হাতে নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে গাড়িসহ নেশাজাতীয় গাঞ্জা আটক করছেন।কিন্তু বর্তমান আধুনিক যুগের নেশা কারবারিরা এক ধাপ এগিয়ে। এবার নতুন পন্থা অবলম্বন করে সীমান্ত সুরক্ষা সেনাবাহিনীর সাজে নেশা জাতীয় গাঞ্জা পাচার করছে। তবে কথায় আছে না চোরের দশ দিন আর গৃহস্থের একদিন। অবশেষে গতকাল উত্তর জেলার ১৬৬ নং জি ব্রাঞ্চের বিএসএফ জওয়ানরা গোপন তথ্যের উপর ভিত্তি করে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর নকল পোশাক ও সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর নিলামের জিপসি গাড়ির ভেতর থেকে গাঁজাসহ দুই গাঁজা কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয়। নতুন কায়দায় গাঁজা পাচার করতে গিয়ে কদমতলা থানাধীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৬ ■ সংখ্যা ১৪৩ ■ ২ মার্চ ২০২০ইং ■ ১৮ ফাল্গুন ■ সোমবার ■ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্বাস্থ্যের সন্ধানে ঘুম ভাঙ্গিল

দেরীতে হইলেও প্রশাসনের যে টনক নড়িয়াছে তাহাকেই সাধুবাদ জানাইতে হয়। হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবায় ঘাটতি, খামতি নিয়া সরব আওয়াজ উঠে। কিন্তু, রোগের উৎপত্তিস্থল নিয়া জনতার মধ্যে ক্ষোভের আগুন দেখা যায় না। রাজ্যের সর্বত্র হোটেল, ফাস্টফুডের দোকান ইত্যাদি যে রোগ ছড়াইবার সুতিকাগার তাহা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু রাজধানী শহর আগরতলা নহে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র রাস্তার পাশে, খোলা আকাশের নীচে এইসব ফাস্টফুডের দোকান দিব্যি চলিতেছে। রাস্তার ধুলাবালি এইসব খাবারের উপর পড়িলেও কোনও ভ্রুক্ষেপ নাই। খোলা আকাশের নীচে বা রাস্তাৰ পাশে অস্থায়ী ভাবে গজাইয়া উঠা খাবারের দোকানগুলির বিরুদ্ধে প্রশাসনের তো কোনও প্রতিরোধ নাই। বরং এইগুলি প্রশ্রয়ই পাইয়া যাইতেছে। ভেজা অস্বাস্থ্যকর হোটেলগুলির বিরুদ্ধে প্রশাসনের এই তৎপরতা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ। কিন্তু, এক্ষেত্রে যদি মুখ চিনিয়া মুখের ডাল করা হয় তাহা হইবে কলংকজনক নজীর। এমন অভিযোগও উঠিতেছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনকে অনেক বেশী সতর্ক ও সজাগ থাকিতে হইবে। রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন ফাস্টফুডের দোকানের উপর কঠোর নজরদারী রাখা উচিত। খোদ জিবি হাসপাতালের ক্যান্টিন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ইহা ছাড়াও পাঁচটি খাবার দোকানে তালা ঝুলাইয়া দিয়াছে প্রশাসন। হাসপাতালে বিভিন্ন দূরদূরান্ত হইতে রোগী ও রোগীর আত্মীয় স্বজনরা আসেন। তাহারা হাসপাতালের ক্যান্টিন ও আশপাশের খাবার দোকান হইতেই খাবার নিয়া রোগীদের দিতে বাধ্য হন। নিজেরা তাহা দিয়াই উদরপূর্তি করেন। সোজা কথায় হাসপাতালেই যেন মৃত্যু ফাঁদ। এক সময় জিবি হাসপাতালের ক্যান্টিনে ডাক্তার স্বাস্থ্য কর্মীরাও খাওয়া দাওয়া সারিয়া নিতেন। তখন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া হইত। কিন্তু, যখনই টেন্ডার বাণিজ্য অর্থাৎ টেন্ডার ডাকিয়া ক্যান্টিন নেওয়াশুরু হইল তখনই অধঃপতনের ঘন্টা বাজিয়া যায়। বাসি পচা খাবারই রোগীদের ও তাহাদের স্বজনদের দেওয়া হয়। এগুলি নজরে আসিবার পর বা বহুদিনের অভিযোগের কারণে প্রশাসন নড়িয়া চড়িয়া বসিতে বাধ্য হয়।

গোমতী জেলা সদর উদয়পুর ত্রিপুরার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পর্য্যটন কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত। অথচ যেখানে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর খাবার আছে এমন হোটেল খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল। পর্য্যটকরা কি করিয়া জানিবে কোন হোটেল পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর খাবার মিলিবে। উদয়পুরে প্রশাসন পাঁচটি হোটেলে তালা ঝুলাইয়া দিয়াছে। শুধু আগরতলা উদয়পুর নহে রাজ্যের সর্বত্রই হোটেলগুলির উপর কঠোর নজরদারীর গুরুত্ব কত আজ আর নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিভিন্ন হাসপাতালগুলির কাছাকাছি যেসব হোটেল রেস্টুরেন্ট আছে সেগুলির খাবারের গুনমান যাচাই করা। গোমতী জেলা হাসপাতালের ক্যান্টিনের খাবার তো চরম অস্বাস্থ্যকর। এই ক্যান্টিনটি আগে বন্ধ করা উচিত। এই হাসপাতালের কাছাকাছি অস্বাস্থ্যকর খাবার দোকানের ছড়াছড়ি। রাজ্যের যতগুলি হাসপাতালে ক্যান্টিনের সুবিধা আছে প্রতিটি ক্যান্টিনের উপর কঠোর নজরদারী প্রয়োজন। হাসপাতালে স্বাস্থ্যসম্মত ক্যান্টিন না থাকিলে রোগী ও রোগীদের আত্মীয়দের বিড়ম্বনায় পড়িতে হয়। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তরকে যথেষ্ট ভাবিয়া দেখিতে হইবে। রাজ্যের দুইটি কলেজ হাসপাতাল জিবি ও টিএমসিতে উন্নতমানের ক্যান্টিন থাকার গুরুত্ব অস্বীকার করা যাইবে না। বহির্রাজ্যের বড় বড় হাসপাতালে ক্যান্টিন থাকে। রোগী হইতে শুরু করিয়া ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে খাবার নিয়া থাকেন। এই ক্যান্টিনগুলি থাকে কঠোর নজরদারীতে। রাজ্যের সুরক্ষার স্বার্থে অপরিচ্ছন্ন ও রাস্তার পাশে খাবার যে স্বাস্থ্য সম্মত নহে তাহার জোর প্রচার প্রয়োজন। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এ বিষয়ে জনসচেতনতা কর্মসূচী হাতে নিতে পারে। ত্রিপুরাকে অনেক বেশী সতর্ক থাকিতে হইবে। তাহার প্রতিবেশী দেশগুলি করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক। সুতরাং আগের মতো গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া চলিলে হইবে না। সতর্ক না হইলে বিপদ যেকোনও সময় ছোবল বসাইবে। রাজ্য জুড়িয়া হোটেল রেঁস্তোরা ও ফাস্টফুডের দোকানগুলিতে প্রশাসনের অভিযান চালু রাখিতে হইবে। রণে ভঙ্গ দিলে চলিবে না।

নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদীরা মনুষ্যত্বের বিরোধিতা করছে, দাবি রূপার

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : যারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব আইনের জন্য বিক্ষোভ প্রতিবাদে সরব হয়েছে, তারা মনুষ্যত্বের বিরোধিতা করছে। রবিবার শহীদ মিনার প্রাঙ্গণের সমাবেশ এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ দিন রূপা বলেন তাঁর ছেলেবেলার এক রাতের কথা। চারদিক অন্ধকার। কয়েকটা রিকশা এসে সেখানে হাজির আমাদের বাড়ির সামনে। শুনলাম টাইগার নামে একজন এসেছে, আমাকে নাকি তুলে নিয়ে যাবে। মা বললেন, এটা হতে দেব না। কিছুতেই হতে দেব না। একদল লোক শাবল দিয়ে দেওয়াল ভাঙতে শুরু করল। সেই রাতে কোনও রকমে মা আর আমি দিনাজপুরে এসে পৌঁছলাম। ভোরবেলা বাসে করে ঢাকায় এলাম।

রূপা বলেন, আজ গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আইন করে যা দেখালেন, তাতে আমার মত অসহায় অনেক মানুষ বেঁচে যাবেন। মায়ের পাসপোর্ট ছিল বলে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। বাবার পাকিস্তানের পাসপোর্ট ছিল। কোনও রকমে এখানকার লোকদের ধরে তাঁকে রাখতে পেরেছিলাম। শেষ কয়েক বছর তিনি অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন। প্রাণভয়ে ওপার বাংলা থেকে কোনও রকমে পালিয়ে আসা লোকেদের এভাবেই বাঁচার দিশা দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

ভারতে অশান্তির ছক কষতে একজোট হয়েছে বিরোধীরা, দাবি মুকুলের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : ভারতে অশান্তি ছড়ানোর ছক কষতে একজোট হয়েছে বিরোধীরা। রবিবার শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে বিজেপি-র জনসভায় এ কথা বলেন মুকুল রায়।মুকুলবাবু বলেন, গত বছর ২৫ জুলাই কেন্দ্র গোটা দেশে তিন তালাক প্রথা রদ করল। পৃথিবীতে ১৩৭টি ইসলামী দেশ আছে। কোথাও তিন তালাক ছিল না। কেন্দ্রে যে দিন এই আইন পাশ হয়ে গেল, সেদিন একবুক যন্ত্রণা নিয়ে সিপিএম, কংগ্রেস, মমতা বসে থেকেছে। হিম্মত থাকে আজ বলুন অন্যায় করেছে বিজেপি। বলতে পারবেন না। কারণ এটা যে দরকার ছিল সেটা ওরা ভেতরে ভেতরে জানেন।

এরপর ৫ আগস্ট ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় ৩৭০ ধারা বিলোপ করিয়েছিলেন। কাশ্মীরে 'এক দেশ, এক নিশান,এক বিধান' নীতি কার্যকর হল। যে স্বপ্ন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেখেছিলেন, যে স্বপ্ন দেখেছিল পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ, সেই স্বপ্ন সফল হল। সবাই বলল, রক্তস্নান হবে। কিচ্ছু হলো না। কী দক্ষতা, যোগ্যতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টার মোকাবিলা করলেন। লোকসভা রাজ্যসভা সর্বত্র যথাযথ উত্তর দিলেন ওঁরা। মমতা যন্ত্রণায় শেষ হয়ে গেলেন। তবু কিছু বলতে পারলেন না। বিজেপির এই মঞ্চ থেকে দাবি করব, বলুন কাশ্মীরে ৩৭০ ফিরাতে চাই। যদি হিম্মত থাকে। কিন্তু কেউ পারবেন না।

সব রাগ বুকে জড়িয়ে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম এর পর সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছে, সর্বোচ্চ আদালত রাম মন্দির নিয়ে যে রায় দেবে তা মেনে নেব। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর তেতো গিলতে হল। কেন্দ্রের বিরোধীরা এবার একসঙ্গে হয়েছে, কিভাবে ভারতে অশান্তি করা যায় তার ছক কষছে।

ফাঁসি দিলেই অপরাধ কমবে নিশ্চয়তা নেই

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

'Is it really necessary to hang people in order to convince people that killing people is wrong'? দেশজুড়ে যখন দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে নাগরিকদের একাংশ সরব, তখন দেশের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ফলি এস নরিম্যানের উপরোক্ত উক্তিটি বার বার মনে পড়ে। একদিকে যখন নির্ভয়ার মা ন্যায়বিচারের দাবিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পক্ষে আওয়াজ তুলেছেন, তখন অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত মহিলা আইনজীবী ইন্দিরা জয় সিং থেকে প্রাক্তন বিচারপতি ফাঁসির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় তাঁদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে কিছু প্রশ্ন তোলার অবকাশ থেকেই যায়।

নির্ভয়া কাণ্ডে জড়িত অফরাধীদের ফাঁসি আইনি জটিলতার ক্রমাগত পিছিয়ে যাওয়ায় নির্ভয়ার মা'কে ভীষণভাবে ভেঙে পড়তে দেখা গেছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেড় তিনি। আসলে, যে পরিবারের মেয়েটি এমন পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছেন, সেই পরিবারের সদস্যদের মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, যে কোনও সহামুভূতিশীল ব্যক্তিই তা আন্দাজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে তাদের অন্তরের জ্বালা কিছুটা হলেও প্রশমিত হতে পারে। কিন্তু, মৃতুদণ্ড কার্যকর হলে কি তাদের মেয়েকে আবারতারা ফিরে পাবেন? এ প্রশ্নটিও জনমানসে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারির ওড়িশার প্রত্যন্ত আদিবাসী অঞ্চলে সামাজিক কাজ কার অস্ট্রেলিয়ান খ্রিস্টান মিশনারী গ্রাহ্যম স্টেইনস ও তাঁর ছোট ছোট পুত্রদের বজরং দলের ঘাতকরা আগুনে পুড়িয়ে মারার পরও সেটিইনস পত্মী অপরাধীদের ফাঁসি মকুবের পক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন নেহাতই মানবতার খাতিরে 'হত্যার বদলে হত্যা'র মানসিকতা পোষণ না করে স্বামী সন্তানহারা ওই বিদেশিনী সেদিন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তাও কি একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া যাবে?

দিল্লির নির্ভয়াকাণ্ড বা তেলেঙ্গানার পশুচিকিৎসক মেয়েটির ওপর হওয়া ঘটনায় দেশজুড়ে প্রবল গণবিক্ষোভ ও জনমতে সংগঠিত হলেও প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন অংশে যে কত মহলির ধর্ষণ, খুন ও পারিবারিক হিংসা সম্মুখিন হচ্ছেন, কেউ তার খবরও রাখে না হয়তো নির্ভয়া বা তেলেঙ্গানার মেয়েটি উচ্চশিক্ষিত ও শহুরে এলিট শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় সংবাদমাধ্যম তাদের নিয়ে জনমত গড়তে তৎপর হয়ে ওঠে। দলিত, আদিবাসী, জনজাতি, সংখ্যালঘু শ্রেণির কত মেয়ে যে প্রতিদিন এমন যৌন হিংসার শিকার হচ্ছে, তার খবর সংবাদমাধ্যমে ঠাঁইও পায় না। এমনকি তাদের হয়ে আইনি লড়াই লড়ার জন্য বহু ক্ষেত্রেকাউকে পাশে পাওয়া যায় না। অত্যাচারিত মেয়েটির পরিবারকেও বহু মসয় প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনরা একঘরে করে দেয়। আর, দেশবাসীর বিবেক এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই থেকে যায়।

আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কোনও ব্যক্তিকে ততক্ষণ দোষী বলে আখ্যায়িত করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার দোষ প্রমাণিত হচ্ছে। যদিও আমাদের সমাজে কানও ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করলেই জনগণ তাকে দোষী বলে মানসিকভাবে ধরে নেয়। যার ফলে পরবর্তী সময় আদালত তাকে বেকসুর খালাস দিলেও সমাজের চোখে সে একরকম জেলফেরত আসামিই রয়ে যায়। শুধুমাত্র সন্দেহ বা ভুয়ো মামলায় জর্জরিত হয়ে বন্দিজীবন যাপন করে চলেছে, এমন মানুষের সংখ্যা আমাদেরদেশে ভুরি ভুরি। এদের অধিকাংশের বিরুদ্ধেই আবার বিচারের প্রক্রিয়াই শুরু হয়নি। অপরদিকে, ভুলসাজা পেয়ে বনিজীবন যাপন করে চলেছে, এমন মানুষের সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। আইনজীবী নিয়োগ করে সঠিকভাবে মামলা লড়তে না পারার জন্য অনেকে পুলিশের তৈরি সাজানো মামলায় ফেঁসে গিয়েও হাজতবাস করে থাকে। আর,দীর্ঘ সময় কারাবরণ করার পরও আবার শেষ পর্যন্ত ফাঁসির রায় বহাল থাকলে একটি অপরাধের জন্য দ্বিগুণ সাজা ভোগের দৃষ্টান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনেরই সমতুল্য নয় কি?

একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, নিম্ন আদালত যতই ফাঁসির সাজা ঘোষণা করুক না কেন, উচ্চ আদালত ও সর্বোচ্চ আদালতে একের পর এক আবেদনের শুনানি ও সর্বেশেষে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণ ভিক্ষার আর্জি আর তা নাকচ হওয়ার পর পুনরায় আদলতের শরণাপন্ন হয়ে কিউরেটিভ পিটিশন দাখিলের মাধ্যমে ফাঁসি প্রত্যাহারের আইনি প্রচেষ্টা অত্যন্ত দীর্ঘায়িত পথ। স্বভাবতই দেশের অধিকাংশ মানুষ এই দীর্ঘ জটিল আইনি প্রক্রিয়ার ওফর বিরক্ত ও অবৈধ হয়ে পড়েন। জনগণের এই আবেগকে কাজে লাগিয়েই সম্প্রতি তেলেঙ্গানার পশু চিকিৎসকের ওফর করা পাশবিক অত্যাচারে অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে হত্যা করে সে রাজ্যের পুলিশবাহিনী। আইনকে নিজের হাতে তুলে নিয়ে চটজলদি বিচারকরে সাজা দেওয়ার ওই পুলিশি পদক্ষেপকে নিন্দা করার বদলেতাই অমজনতা ফুল ছুঁড় স্বাগত জানায় আদালতের কাজকর্মে দীর্ঘসূত্রতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক্ষেত্রে তেলেঙ্গানা পুলিশ যেভাবে 'এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং-এর রাস্তায় হেঁটেছে, এরপরে আর মৃত্যুদণ্ড দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার মতো সমাজের কাছে আর কি কিছু অবশিষ্ট থাকে?

আরও একটি বিষয় এই প্রেক্ষিতে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তা হল, বর্তমান সমাজে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপকঅগ্রগতি ও পাশাপাশি সহজলভ্যতা শিশু কিশোরদের মানসিকতার ওফর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছে। মোবইলে অশ্লীল কুরুচিকর ভিডিও, যৌন নির্যাতনমূলক বিদ্যি গেমস শৈশব থেকেই তাদের মনে লিঙ্গ বিষমতাকেপ্রবলভাবে বাড়িয়ে তুলছে। সমাজের অনুন্নত অংশে তো বটেই, বহু শিক্ষিত পরিবারেরও মেয়েদের সঙ্গে অভব্য আচারণ বা গায়ে হাত তোলার মত ঘটনা ভারতীয় সমাজজীবনের অতি পরিচিত ছবি। এর ওফর আবার তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যাবহারের ফলে নারীদের ওপর যৌন নির্যাতন সম্বন্ধীয় অপরাধ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, যার মধ্যে কিশোর যুবকদের জড়িয়ে পড়ার ঘটনাগুলি সমাজের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বস্তুত, কোনও ফাঁসির আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে যে 'বিরলতম বিরল' ঘটনা বলে বিচারকরা তাদের রায়ে উল্লেখ করেন, আইনের কাছে তার কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। বিভিন্ন বিচারকের দৃষ্টিতে এই রায় পরিবর্তিত হতে পারে। সেক্ষেএত্র কোনও ব্যক্তিরজীবনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার মতো অতি স্পর্শকাতর বিষয়টি বিচারকদের নিছক মর্জি ও মানসিকতার ওপর ছেনে দেওয়া কি আদৌ যুক্তিবুদ্ধির কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে? কারণষ বিচারপতিরাও যে রক্তমাংসে গড়া মানুষ একথা বুলে গেলে চলবে না। ফৌজদারি আইনে যতই সাক্ষপ্রমাণের ওপর নির্ভর করে রায়দানের কথা বলা থাকুক না কেন, দেশে সিংহভাগ মানুষের আবেগ, জনমতের প্রাবল্য যে কোনও সখনও বিচারপতিদের রায়াদানের ওপরেও গভীর প্রভাব ফেলে,তার স্পষ্ট উদাহরণ তো আমরা আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশদেওয়ার সময়েই প্রত্যক্ষ করেছি। সর্বোপতি, ১৯৮২ সালে সুপ্রিম কোর্টের এখ রায়ে তৎকালীন বিচারপিত পি এম ভগবতী বলেছিলেন, মৃত্যুদণ্ড কার্যত ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২১ নং অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করে, যেখানে 'সাম্যের অধিকার' ও জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে সুপ্রিতিষ্ঠিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সনদে এই প্রথাকে 'নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানকর' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, ১৯৯৭ সালের ২৬ জুন ভারত সরকারও 'অত্যাচার ও অন্যান্য ধরনের নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছিল। এরপরও ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে অপারধ নিয়ন্ত্রণের অজুহাত দেখিয়ে কেন এই প্রথাকে বহাল রাখা হল, তা বোধগম্য হল নয়।

১৯৭৭ সালে স্টকহোলমে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভারতীয় বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ারের বক্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর বক্তব্য ছিল, কারাগারে আটক বন্দিকে হাসপতালে চিকিৎসাধীন মনে করে তার সঙ্গে রোগীসুলভ আচরণ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য হওয়া উচিত। ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রসংঘের এখ সমীক্ষা থেকে জানা যায় মৃত্যুদণ্ড দিলেই যে অপরাধের মাত্রা কমে বা বেড়ে যাবে, তেমন কোনও প্রমাণ নেই। বরং ড্রাগ পাচারকারী বহু অপারধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সত্ত্বেও সারা পৃথিবীজুড়ে এই ব্যবসার রমরমা বিন্দুমাত্র কমেনি। মহাত্ম গান্ধি, ইন্দিরা গান্ধি হত্যাকারীদের ফাঁসি দেওয়ার পরও রাজীব গান্ধির ক্ষেত্রে একই ঘটনার পুনরাপৃত্তি হলকেন, সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে মৃত্যুদণ্ডের সমর্থকারীরা কী যুক্তি দেখাবেন? উল্লেখ্য, বিদেশে প্রকাশ্য স্টেডিয়ামে অসংখ্য জনতার মাঝে অপরধী পকেটমারকে ফাঁসি কাঠে ঝোলানোর সময় দেখা গেছে, গ্যালারির ভিড়ে অন্য পকেটমাররা দর্শকদের পকেট সাফ করতে ব্যস্ত। ধর্ষণ বা ধর্ষণজনিত খুনের মতো গর্হিত অপারধেক পিছনে অপরাধীর মনস্তত্বটাও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই ধরনের নারকীয় কাজের পিছনে কাম, ক্রোধ, লোভ,যৌন লালাসা, ঘৃণা, বর্বরতা, প্রতিশোধস্পৃহা, মূল্যবোধহীনতা, সীমাহীন ভোগবাদ প্রভৃতি উপাদানগুলি কাজ করে থাকে। তিনি বছরের শিশু থেকে ষাটোর্ধ্ব বয়সের মহিলা সকলেই এই দানবীয় হিংসার শিকার। এমনকি প্যাশ্চাত্যে নব্বই বছরের মহিলারও ধর্ষিতা হওয়ার নজির আছে।

পরিশেষে দু'টি প্রসঙ্গে উল্লেখ করে আলোচনায় ইতি টানা যাক। প্রথমত আমাদের দেশে গর্হিত অপারধের সাজা রূপে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকলেও স্বাধীনতার পর থেকে হয়ে চলা একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারির সাজারূপে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা নেই ভারতের আইনে। তবে কি দেশজুড়ে ঘটে থাকা একের পর এক আর্থিক তছরূপের মতো ঘটনাগুলি বিরলতম বিরলের মধ্যে পড়ে না? আর দ্বিতীয়ত, যে দেশে গণপিটুনির মতো কুপ্রথা বর্তমান, সে দেশে কি আর আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? পবিবর্তে তাকে জীবিত রেখে আমৃত্যু কারাগার বন্দি রাখলে বরং সমাজেরসামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যেতে পারে। নির্ভয়া কাণ্ডের অপরাধীদের ফাঁসি কার্যকরকরার সময় রাষ্ট্র ও প্রশাসনকে এই বিষয়গুলিকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শরীর দেখাতে পারলেই বুঝি নারীবাদী

তিতাস রায় বর্মন

১৯৬৮। ব্রা বার্নিং আন্দোলন। 'মিস আমেরিকা' প্রতিযোগিতা শুরু হবে। বাইরে ৪০০ জন মহিলার জমায়েত। একটু পরেই তারা আকাশে উড়িয়ে দেবে অন্তর্বাস। ডাস্টবিন উপচে পড়বে অন্তর্বাস, হাই হিল, মেক আপ, ক্লসেটে। ডাস্টবিনের ওপর লেখা 'ফ্রিডম ট্যাশ ক্যান'। নারী সৌন্দের্যের তথাকথিত পুরুষাতান্ত্রিক নির্দেশের বিরুদ্ধে শুরু হয় 'ব্রা বার্নিং' আন্দোলন। চোখ কপালে উঠলে আমেরিকা-সহ আবিশ্বের। 'আব্রু'হীন এই মেয়েগুলো তো 'বেশ্যা। স্লাট।

২০০৪। মণিপুর। ভারতীয় সেনাবাহিনী ধর্ষণ করে খুন করে ৩২ বছরের মনোরমাকে। এর বিরুদ্ধে ১২ জন মহিলা নগ্ন হয়ে দাঁড়ায় ইম্ফলের অসম রাইফেলস হেড কোয়ার্টাসের সামনে, মেলে ধরে একটা কাপড়, লেখা 'ইন্ডিয়ান আর্মি রেপ আস'। শরীর দেখিয়ে শরীরের উপর নেমে আসা হিংসাকে রুখতে চাওয়া। দেশ লজ্জার মাথা নত করল।

২০০৮। ওয়ার্ল্ড টপলেস ডে। আমেরিকার রাস্তায় মহিলারা নামল উলঙ্গ হয়ে। উন্মুক্ত করল স্তন। নারীশরীর, 'দৃশ্য'র জন্ম দিল, স্পষ্টত আরও দৃশ্যমান হয়ে প্রকাশ্যে যদি উন্মুক্ত পুরুষদেহ 'অশ্লীল' না হয়, তাহলে নারীশরীর কোন পাপ বহন করছে? কিন্তু চোখ বুজে ফেলল এ পৃথিবী। সহ্যাতীত। ওই বছরই ইউক্রেনে মেয়েরা শরীর এলিয়ে দিল। নারীশরীরের ব্যবসার বিরুদ্ধে শরীরকেই ব্যবহার করল মেয়েরা প্রতিবাদী মেয়েরা বলল, 'ইউ উই স্টেজ্ড সিম্পল প্রটেস্টস ইউথ ব্যানার্স, দেন আওয়ার ক্লেমস উড নঠ হ্যাভ নোটিসড'।

২০১১। টরোন্টোয় নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাস্তায় নামল শরীরকে দিল 'বেশ্যার পোশাক'। টরোন্টোর এক পুলিশ অফিসারের করা উক্তি—'মেয়েদের বেশ্যার মতো পোশাক পরা উচিত নয়'-এর বিরোধিতায় রাজপথ ঢেকে গেল খোলা পোশাকে। বাতাসে উড়তে থাকল নানা ধরনের ছুটকো মন্তব্য, যাব্বারা, শরীর দেখাতে পারলেই আজ 'নারীবাদী' হওয়া যায় বুঝি।

২০১৩। যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নির্লজ্জ' ছাত্রীরা স্যানিটারি ন্যাপকিনকে করে তুলল প্রতিবাদের ব্যানার। তাতে লাল কালিতে লেখা হল নারীশরীরের রক্ত অপবিত্র' নয়। ধর্ষিতার চরিত্র বিশ্লেষণ, পোশাকের নিক্তিতে নারীর 'সহজলভ্যতা'-র ধারণার সম্মুখ সমরক্ষেত্র তৈরি হল।

এবারও ভারতীয় 'আবেগঘন' সংস্কৃতি ধেয়ে এল। ঋতুস্রাবের মতো ব্যক্তিগত বিষয়কে এমন করে কেই বেআব্রু করে?

সময় এগিয়েছে। দাবি পালটেছে। কিন্তু বদলায়নি। নারীদেহের স্বাধীনতা-চিন্তা, ক্লেদমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এটা আগেও কেউ বুঝতে চায়নি, আজও কেউই বোঝে না যে, কেন ১৯৬৮ থেকে ২০২০ অবধি 'শরীর' নিয়ে মেয়েদের এর চড়া দাগের প্রতিবাদ? সম্প্রতি গুজরাতের শ্রীসহজানন্দ গার্লস ইনস্টিটিউটে কর্তপক্ষের নির্দেশে মেয়েরা অন্তর্বাস খুলে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে ঋতুমতী কি না, সেই পরীক্ষা দিতে। এখবরে দেশের মানুষ মর্মাহত। কিন্তু যেদিন মেয়েরা স্যানিটারি ন্যাপকিন গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিল পোস্টার বানিয়ে, লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিলেন তো আপনারাই। 'কুৎসিত', 'অশ্লীল', 'অপ্রয়োজনীয়', 'উদ্দেশ্যহীন' বলে অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিয়েছিলেন। কেউ সেদিন পারেননি নারীর শরীর ভাষার অশহায়তা পড়তে। যতবার নারীশরীর তার অক্ষর সাজিয়েছে এমন অপরাগ হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে—শুধু হাহাকারই ধ্বনিত হয়েছে। কিন্ত সেই হাহাকার কি রুখতে পেরেছে ঋতুকালীন কুসংস্কারের মালিন্য? নারীশরীরের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া তাই 'অপবিত্র', 'অস্বাভাবিকত', অচ্ছুৎ'-এর ভার থেকে মুক্তি পায়নি।

আগে জানতাম না। এখন জেনেছি, গুজরাতের ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঋতুকালীন মেয়েদের বেঘর করে দেওয়ার রেওয়াজ দীধর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তারা ওই বিশেষ দিনে আলাদা ঘরে শোয়, আলাদা বন্দোবস্তে খাওয়াদাওয়া করে, পড়াশোনাও নির্জনে, একান্ত। একবিশ শতকের নাম করে এই লজ্জা কি ঢেকে ফেলা সম্ভব? 'আধুনিকতা'-র নামে আজকের এই ঘটনাকে বিচারকরতে গেলে অসম্মান করা হবে সেই মেয়েদের যাঁরা ১৯৬৮ সালে অন্তর্বাস আকাশে উড়িয়েছিলেন স্বকাশের স্বপ্নে।

ইতিহাসে যতবার মেয়েরা শরীরের আড়াল ভেহেছে, ততবার পৃথিবী লজ্জিত হয়েছে। আবার গুজরাতে মেয়েরা অন্তর্বাস খুলতে বাধ্য হয়েছে বলেও একইভাবে লজ্জিত। যদিও, দু'রকম লজ্জার মধ্যে ফারাক বিস্তর।

'বাধ্য' হয়ে শরীর খুলেছে যারা, তাদেরপ্রতি অফুরান 'কারণ্য' দেখিয়েছে বিশ্ব। কিন্তু 'যারা' স্বেচ্ছায় শরীর দেখিয়েছে, তাদের নির্ভেজাল লজ্জাহীনা ভাবতে ভুল করেনি সমাজ। স্বেচ্ছায় শরীর প্রদর্শন যখন করে মেয়েরা, তখন শরীর তাদের বক্তব্যের হাতিয়ার। অস্তিত্বের স্মারক। শরীর এখানে এই অধিকার বোধের উৎস যে, শরীর যখন আমার সম্পত্তি, তখন প্রতিবাদে ব্যবহার করলেও তা আমারই থাকে। পোস্টার, ব্যানার, স্লোগান, প্ল্যাকার্ডের রাজপথ থমকেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। তাতে জ্বলজ্বল করছে নারীদেহ-মনের জলঙ্ঘনীয় বেদনা। তবে তা এড়িয়ে যাওয়াই হেয়েছে।

আজকে যখন শহরের মেয়েরা একটু একটু করে ঋতুকালীন মালিন্য থেকে নিজেদের মুক্ত করছে, যখন 'পিরিয়ড'-এর কথা প্রকাশ্যে বলতে দ্বিধা করছে না, যখন দোকন থেকে কালো প্লাস্টিক ছাড়া ন্যাপকিন কিনতে পারছে অনেকে, যখন আলমারির পিছনে লোকানো নেই আর ন্যাপকিনের প্যাকেট, যখন ঋতুকালীন যন্ত্রণার গোঙানি শুনতে বাধ্য সকলে, তখন গুজরাতেরএই কলেজের মেয়েরা নির্জনতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এদেশে দেবী প্রতিমাকে রজঃস্বলা কল্পনা করে উৎসবে মুখর হতে বাধা নেই। কিন্তু রক্ত-মাংসের একটি মেয়ের রজঃস্বলা হলে, সে বাগ-যোগ্যতা পায় না। কতবার তো এমন কথা লেখা হল এরপরেও কেন অচলায়তন ভাঙে না। **(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)**

পাচের পাতার পর
ছয়ের পাতায়
তিনের পাতার পর

রবিবার আগরতলায় আন এমপ্লইড এসোর উদ্যোগে এক র‍্যালী আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

নাগরিকত্ব আইনকে কেন্দ্র দিল্লি সহিংসতা ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্যু বাংলাদেশের বিদেশ সচিব

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০১।। সম্প্রতি ভারতের দিল্লিতে নাগরিকত্ব আইনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সহিংসতাকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্যু বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেন। রবিবার বিকেলে রাজধানী ঢাকার ইস্কাটনে বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিজ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন বিদেশ সচিব। মাসুদ বিন মোমেন বলেন, সম্প্রতি ভারতের দিল্লীতে নাগরিকত্ব আইনকে কেন্দ্র করে সহিংসতা হয়েছে। কেই চায় না এটা হোক, আমরা সহিংসতার বিপে। তবে দিল্লীর সহিংসতা একান্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। (প্রতিবেশী ও বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে) আমরা চাইবো যত দ্রুত সম্ভব এটার সমাধান আসুক।

মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অতিথি করা নিয়ে দেশে নানা সমালোচনা ও বিভে চলছে। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সরকারের এ আমলা বলেন, নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতায় কোনো বিভেই আমরা আমলে নিচ্ছি না। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। মুজিববর্ষ উপলে আগামী ১৭ মার্চ সকালে আমাদের মহান স্বাধীনতার অন্যতম সহযোগী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের দেশে আসবেন। তাছাড়া দিল্লীর সহিংসতা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। আমরা চাইবো দ্রুত এটার সমাধান আসুক। মোদীর এ সফরে বাংলাদেশ-ভারতের অমীমাংসিত বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় আসবে কিনা জানতে চাইলে বিদেশ সচিব বলেন, অবশ্যই আলোচনায় আসবে সে সব বিষয়। তবে মেইন ফোকাস থাকবে মুজিববর্ষ।

নরেন্দ্র মোদীর সফরের আগে ভারতের বিদেশ সচিব বাংলাদেশ সফর করবেন। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ভারতের বিদেশ সচিব এর আগে আমাদের দেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তার সময়ে অনেক ভালো কাজ হয়েছে। আগামী ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ উপলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে আসবেন, এ সফরে সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে সার্বিক আলোচনা করবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী, বিদেশমন্ত্রী ও আমাদের সঙ্গেও তার আলোচনা হবে। সেমিনারে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস আতঙ্কের প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সচিব বলেন, এখন এ ভাইরাস কমে এসেছে, তবে সতর্কতা বাড়াতে হবে। তা নাহলে আবারও হঠাৎ করে এটা বেড়ে যেতে পারে। এ ভাইরাস নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক ছিলাম। চীন থেকে আগত যাত্রীদের আমরা পর্যবেণে রেখেছিলাম। চীনে বাংলাদেশি শির্থীরা সবাই নিরাপদে আছেন এবং ফিরে আসছেন।

সেমিনারে বাংলাদেশস্থ চীনা অ্যাম্বাসির ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং বলেন, কোভিন-১৯ ভাইরাসের কারণে চীন এখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। করনা ঠেকাতে মাত্র ১০ দিনে আমরা হাসপাতাল তৈরি করেছি। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসক ও হাসপাতালের সংখ্যাও বাড়িয়েছি। এখন করোনা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে আছে। ভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশ সমতা অর্যন করেছে, তারা সার্বিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করছে। বিআইআইএসএস''র চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রদূত এম ফজলুল করিমের সভাপতিত্বে আয়োজিত সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন- বিআইআইএসএস''র ভারপ্রাপ্ত ডিজি কর্নেল শেখ মাসুদ আহমেদ, প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মুন্সি ফয়েজ আহমেদ, হোসাইন জামিল প্রমুখ।

মোদীর ঢাকা সফর সূচি চূড়ান্ত করতে ঢাকায় যাচ্ছেন ভারতের বিদেশ সচিব শ্রিংলা

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০১।। ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা সোমবার দু'দিনের সফরে ঢাকা আসছেন। এসময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢাকা সফর সূচি চূড়ান্ত করবেন তিনি। সূত্র জানায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ১৭ মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। সেই সফর চূড়ান্ত করতেই ঢাকায় আসছেন ভারতের বিদেশ সচিব শ্রিংলা। ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা ঢাকা সফরকালে সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করবেন। একই দিনে বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন, বিদেশ সচিব মাসুদ বিন মোমেনেরও সঙ্গেও বৈঠক করবেন তিনি।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গেও বৈঠকের কথা রয়েছে শ্রিংলার। এছাড়া একই দিনে তিনি রাজধানীতে 'বাংলাদেশ ভারত একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভবিষ্যৎ'-শীর্ষক এক সেমিনারে অংশ নেবেন। মঙ্গলবার শ্রিংলা ঢাকা ত্যাগ করবেন। সূত্র জানায়, ভারতের বিদেশ সচিব শ্রিংলার ঢাকা সফর প্রথমে ১ মার্চ নির্ধারিত হয়েছিল। তবে পরবর্তী সময়ে সফর একদিন পেছানো হয়। ঢাকা সফরকালে দু'দেশের মধ্যে কানেকটিভিটি নিয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক সইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা ঢাকায় দেশটির হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গত বছর জানুয়ারিতে ঢাকার দায়িত্ব পালন শেষে যুক্তরাষ্ট্রে হাইকমিশনার হিসেবে যোগ দেন। সম্প্রতি ভারতের বিদেশ সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন শ্রিংলা। ভারতের বিদেশ সচিব নিযুক্ত হওয়ার পরে এটাই প্রথম তার বাংলাদেশ সফর।

ভারতীয় বাহিনীর তৃতীয় মহিলা লেফটেন্যান্ট জেনারেল হচ্ছেন মাধুরী কানিৎকার

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.): ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে ফের নারীশক্তির জয় হল। দীর্ঘদিনের ট্যাবু ভেঙে মেজর জেনারেল থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদে উঠে এলেন মাধুরী কানিৎকার। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ মাধুরী বর্তমানে ইনটিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফের (মেডিক্যাল) ডেপুটি চিফ। ভারতীয় বাহিনীর চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের অধীনে কাজ করবেন তিনি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কম্যান্ডিং অফিসারের পদে মহিলারা যোগ্য কিনা, সেই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক দীর্ঘদিনের। রণক্ষেত্রে মহিলাদের কম্যান্ডিং অফিসার হিসেবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে জওয়ানরাও ততটা প্রস্তুত নন। তাছাড়া মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে শুরু করে নানা অসুবিধা রয়েছে মহিলাদের। দেশের শীর্ষ আদালতকে এমন যুক্তিই দিয়েছিল কেন্দ্র। সেই যুক্তির পাল্টা দেশের শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, সেনাবাহিনীর যে কোনও পদেই যোগ্য মহিলারা। যুক্তি নয়, বরং মানসিকতার বদল দরকার। তবেই লিঙ্গবৈষম্যের এই দীর্ঘদিনের ধারণা ঘুচবে। সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ মেনেই শনিবার লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে বহাল হলেন মাধুরী কানিৎকার।

এখনও অবধি ভারতীয় বাহিনীতে তিনজন মহিলা লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদ পেয়েছেন। বায়ুসেনায় পুনিতা অরোরা ছিলেন দেশের প্রথম মহিলা লেফটেন্যান্ট জেনারেল। পদ্মাবতী বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার প্রথম এয়ার ভাইস মার্শাল, এয়ার ফোর্স মেডিক্যালের প্রথম মহিলা এডিজি (অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল)। তিনি ছিলেন চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীও। এর পরেই মাধুরী কানিৎকার, তৃতীয় বারের জন্য মহিলা লেফটেন্যান্ট জেনারেলের পদ পেলেন। তিনিও দেশের প্রথম শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ যিনি ভারতীয় বাহিনীতে কম্যান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পেয়েছেন।

দিল্লিতে ফের অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টার অভিযোগ আমানতুল্লা খানের বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.): দিল্লিতে ফের অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টার অভিযোগ আপ বিধায়ক আমানতুল্লা খানের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে নিজের টুইটারে একটি জ্বলন্ত বাড়ির ছবি পোস্ট করে উত্তেজিত জনতা এই আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন আমানতুল্লা। এই বিডিও পোস্ট হতেই তাঁর বিরুদ্ধে অশান্তির আবহাওয়া কাটিয়ে তোলার চেষ্টা করা দিল্লিতে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টার অভিযোগ ওঠে উ

উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে চারদিন ধরে চলা সংঘর্ষে বেশিরভাগ এলাকাই জনমানবশূন্য উ শনিবার পর্যন্ত ৪২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় উ রবিবার দুপুরে আরও তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যেই একটি ভিডিও পোস্ট করে নতুন বিতর্ক তৈরি করলেন দিল্লির ওখলা বিধানসভার আপ বিধায়ক আমানতুল্লা খান। শনিবার রাতে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। ওই ভিডিওটিতে দেখা যায়, উত্তর-পূর্ব দিল্লির সোনিয়া বিহার এলাকার চৌহান মহল্লার অম্বে এনক্লেভের একটি বাড়িতে আগুন জ্বলছে। এই আগুন উত্তেজিত জনতাই লাগিয়ে দিয়েছে বলেই অভিযোগ করেন আমানতুল্লা।

এরপরই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয় দিল্লির প্রশাসনিক মহলে। অশান্তির আবহাওয়া কাটিয়ে দিল্লি যখন ফের পুরনো ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে তখন আপ বিধায়ক ফের ঝামেলা লাগানোর চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ ওঠে। দমকল দপ্তর সূত্রে জানানো হয়, শর্টসার্কিটের কারণে ওই বাড়িতে আগুন লেগেছিল। খবর পাওয়ার পরেই পাঁচটি ইঞ্জিন গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এর সঙ্গে অশান্তির ঘটনার কোনও যোগ নেই। বিষয়টি জানতে পারার পরেই তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ। কী কারণে আমানতুল্লা খান এই ভিডিওটি পোস্ট করে মিথ্যে গুজব ছড়ালেন তা জানার চেষ্টা চলছে।

বন্ধ জুটমিল কর্মীদের বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ

হুগলি,১ মার্চ (হি.স.): প্রায় বছর খানের ধরে চন্দননগর গোনদোলপাড়া বন্ধ জুটমিল, তাই বন্ধ জুটমিল শ্রমিক ও শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এল বামফ্রন্ট নেতৃত্ব।রবিবার এই সব শ্রমিক সদস্যদের হাতে চাল,ডাল সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

চন্দননগর বেশোহাটার মোড়ে বন্ধ জুটমিলের কয়েক শত অসহায় মানুষের মধ্যে এই খাদো সামগ্রী প্রদান করা হয় ।উপস্থিত ছিলেন জেলা ও চন্দননগরের বেশকিছু বামফ্রন্টের নেতা ও নেতৃবৃন্দ। বামফ্রন্টের জেলা কমিটির সদ্যস্য পিনাকী চক্রবর্তী জানান এত দিন ধরে এই জুট মিলটি বন্ধ হয়ে পরে আছে এখানকার প্রশাশন ও তৃণমূল নেতৃত্বের কোনো হেলদেল নেই, এর মিলটি বন্ধের কারনে বেশ কয়েকজন আত্মহত্যা করেছে।ওদের পরিবারেরা একপ্রকার অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তার খোঁজ নেয়না কেউই, আমরা সামান্য কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি ওদের জন্য। আশাকরছি জুট মিলটি খুব তাড়াতাড়ি খুলবে।

এদিকে বন্ধ জুটমিলের এক শ্রমিক কিশোর চৌধুরী 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর প্রতিনিধিকে জানান, আমি চাল ডাল পেয়েছি, এটাতে বেশ কিছুদিন চালতে পারবোউ এখন সংসার চালানোই দায় হয়ে গেছেউ কোনওভাবে চালাচ্ছি, কিন্তু এই জিনিসগুলি দিয়ে তো আর বেশিদিন চলেনা। ভোটের সময় সবাই আসে অশ্যাস দেয় মিল খোলার কিন্ত ভোট মিটতেই এদিকে ফিরেও তাকায় না কেউই। আমরা চাই রাজনীতি না করে মিলটি খুলুক, কাজ করতে চাই।

দিল্লির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাংলাদেশের স্পিকারের ভারত সফর স্থগিত

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০১।। নির্ধারিত দিল্লি সফর স্থগিত করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী। সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে এ সফর স্থগিত হলেও কেউ আনুষ্ঠানিকভাবে তা স্বীকার করতে চাননি।২ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত স্পিকারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের দিল্লি থাকার কথা ছিল। কিন্তু সফরের একদিন আগে রোববার অনিবার্য কারণ দেখিয়ে আকস্মিকভাবে এ সফর স্থগিত করা হলো।সফরসঙ্গীদের অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে এটি স্থগিত করা হয়েছে। জানা যায়, স্পিকারের এ সফরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে জাতীয় সংসদের নানা অনুষ্ঠানমালায় ভারতের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে আমন্ত্রণ জানানো ছাড়াও সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিসহ শীর্ষ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর কথা ছিল। ইতোপূর্বে পররাষ্ট্র দফতরের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হলেও আনুষ্ঠানিকভাবেই আমন্ত্রণ দিতেই স্পিকারের এ দিল্লি সফরের উদ্দেশ্য ছিল ।এর মধ্যে আগামী ২২ ও ২৩ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বক্তা হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জিকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত রয়েছে। স্পিকারের এ সফরে তার সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল বলে সংসদ সচিবালয়ের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি পর্যবেণে নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।প্রতিনিধি দলে স্পিকার ছাড়াও চিফ হুইপ-নূর-ই আলম চৌধুরী, হুইপ ইকবালুর রহীমসহ সংসদ সদস্য ও কর্মকর্তা মিলে ১৮ জনের যাওয়ার কথা ছিল ।সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) বিরোধী ও সমর্থকদের মধ্যে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। তাতে এখনও পর্যন্ত ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন দুই শতাধিক।

ভারতের নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন (সিএএ) এবং জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে বিতর্ক তৈরির পর এরআগে এর আগে বাংলাদেশের তিন মন্ত্রীর দিল্লি সফর বাতিল করা হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরে প্রথমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর বাতিল করা হয়। দুই মন্ত্রীর সফর স্থগিতের পর যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) বৈঠকও স্থগিত করে বাংলাদেশ। এরপর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের ভারত সফর বাতিল করা হয়। ১৩-১৪ জানুয়ারি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন রাইসিনা সংলাপে তার উপস্থিত থাকার কথা ছিল তার ।পরে অবশ্য তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ চারদিনের সফরে ১৩ জানুয়ারি ভারত যান। দুই দেশের তথ্যখাতে সহযোগিতা প্রসারের লয ওই সফরে যান তিনি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ঢাকায় সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হবে:বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০১।। ঢাকায় মুজিববর্ষ উদযাপন ঘিরে বাংলাদেশে আমন্ত্রিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অতিথি হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে মোমেন। রবিবার ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন 'পদ্মা'য় ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল-২০২০'-এর ওয়েবসাইট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে এসব কথা বলেন বিদেশমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মুজিববর্ষে ঢাকায় নরেন্দ্র মোদীর সফর প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিদেশমন্ত্রী বলেন, তিনি (মোদি) ঢাকায় আসছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে সোমবার ভারতের বিদেশ সচিব ঢাকায় আসবেন। অতিথি হিসেবে তাকে (নরেন্দ্র মোদীকে) আমরা সর্বোচ্চ সম্মান দেবো। একই সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথিরা যেন বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটান আমরা সে প্রত্যাশাও করি। মুজিববর্ষে মালয়েশিয়ার সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বিন মোহাম্মদও আসতে পারেন বলে জানান এ কে মোমেন। তিনি বলেন, মাহাথির মোহাম্মদ বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী নেই। কিন্তু ব্যক্তি মাহাথিরও (আমাদের অতিথি) হিসেবে আসতে পারেন। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি একটা ইনস্টিটিউশন। এসময় ভারতের দিল্লিতে নাগরিকত্ব আইনকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সহিংসতা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থান জানতে চাইলে বিদেশমন্ত্রী বলেন, নতুন নাগরিক আইনের জেরে দিল্লিতে যে সহিংসতা হচ্ছে বাংলাদেশ তা পর্যবেণ করছে।

৭ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দিল্লির সমস্ত স্কুল-কলেজ

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.): ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে অগ্নিগর্ভ দিল্লির পরিস্থিতি উ তবে ৭ মার্চ পর্যন্ত দিল্লির সমস্ত স্কুল-কলেজগুলিকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। যদিও সিবিএসই'র তরফ থেকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করার কথা এখনও জানানো হয়নি।

দিল্লির উত্তর পূর্বে দফায় দফায় হওয়া সংঘর্ষের জের এসে পড়ল স্কুল গুলিতেও। জানা গিয়েছে আগামী ৭ মার্চ পর্যন্ত ওই এলাকার স্কুল গুলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ওই পরিস্থিতির জেরে বাতিল হয়েছে একাধিক স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা। যার জেরে অসুবিধার মধ্যে একাধিক পড়ুয়া। এমনিতেই গত সপ্তাহে হয়ে যাওয়া সংঘর্ষের জেরে কার্যত স্তব্ধ দিল্লির উত্তর পূর্বাংশ। সংঘর্ষের আঁচ থেকে বাদ যায়নি স্কুলও। একাধিক স্কুলে ঢুকে ভাঙচুর করা হয়েছে। ভেঙে ফেলা হয়েছে স্কুলের জিনিসপত্র। বেশ কয়েকটি স্কুলের লাইব্রেরির বই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনার জেরে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে সিবিএসই বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দশম শ্রেণির দুটি ও দ্বাদশ শ্রেণির তিনটি পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলে যে সকল পড়ুয়ার পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছে তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। আগামী ২৯ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষাসূচি স্থগিত রাখা হয়েছে। বোর্ডের তরফ থেকে দ্রুত নতুন পরীক্ষার সূচি জানানো হবে।

পাশপাশি ওই অঞ্চল থেকে যে সকল পড়ুয়ারা পরীক্ষা দিতে যেতে পারবে না সেই সকল পড়ুয়াদের স্কুলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আলাদা করে একটি তালিকা প্রস্তুত করার। ক্লাস ১০ এবং ১২ এর পড়ুয়াদের কথা মাথাতে রেখে প্রতিটি স্কুলের প্রধানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা বিস্তারিত তথ্য স্থানীয় সিবিএসই অফিসে জমা করেন। এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।-

রাজ্যে শান্তি ফেরাতে তৎপরত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.): রাজ্যে শান্তি ফেরাতে তৎপরত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল উ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রবিবার রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্তে দফায় দফায় বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী উ

অগ্নিগর্ভ দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে আজ দিল্লির উত্তর-পূর্ব জেলা আধিকারিকের অফিসে যান মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি জানান, কোনওরকম হিংসাত্মক ঘটনার কথা আজ জানা যায়নি। দিল্লি হিংসায় জাফরাবাদ, মউজপুর, বাবরপুর, যমুনা বিহার, চাঁদবাগ, শিব বিহারের কোনও স্কুল হিংসার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এদিনও ১৮ জন এসডিএমের সঙ্গে দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে বসেন কেজরিওয়াল। দিল্লির পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করে তুলতে এই উদ্যোগ নিচ্ছেন তিনি।

গতকাল পর্যন্ত দিল্লি পুলিশের কাছে হিংসা নিয়ে ১৬৭টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৬টি এফআইআর-ই অস্ত্র আইনের অধীনে দায়ের করা হয়েছে। ১৩টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষমূলক মন্তব্য ছড়ানোর জন্য।ম

সীমান্তে হত্যা, মাদক-অস্ত্রপাচার রোধে একসঙ্গে কাজ করছে বিজিবি-বিএসএফ

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০১।। সীমান্তে হত্যাকান্ড ও চোরাচালান বন্ধে একসঙ্গে সমন্বিতভাবে কাজ করছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্তরী বাহিনী (বিএসএফ)। সেই সঙ্গে মাদক-অস্ত্রপাচার রোধে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে দুই দেশের বাহিনী। রবিবার দুপুরে সিলেটের একটি হোটেলে বিজিবি ও বিএসএফের সম্মেলন শেষে এসব কথা জানান দুই বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা। বিজিবির সরাইল, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজারের রিজিয়ন কমান্ডার এবং বিএসএফের মেঘালয়, মিজোরাম, কাছার, গৌহাটি ও ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি পর্যায়ের আঞ্চলিক সীমান্ত সম্মেলনের প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে দুই বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের জানান, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে উন্নয়নমূলক অসমাপ্ত কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিজিবি ও বিএসএফ আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। চার দিনব্যাপী সম্মেলনে ভারতীয় নয় সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মিজোরাম এবং কাছার ফ্রন্টিয়ারের ইন্সপেক্টর জেনারেল ড় প্রফুল্ল কুমার রৌশান, আইপিএস-পিএমএমএস। বাংলাদেশের ১৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বিজিবির উত্তর-পূর্ব রিজিয়নের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাকির হোসেন।

ডাকসু ভিপি নুরকে হত্যার হুমকি

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০১।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু)'র ভিপি নুরুল হক নুরকে হত্যা করে লাশ গুম করার হুমকি দিয়েছেন ছাত্রলিগের এক কর্মী। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছেন নুর। বিকালে ডাকসু'র ক্যাফেটেরিয়ার সামনে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যদর্শীরা জানান, ভিপি নুরসহ কয়েকজন ডাকসু ক্যাফেটেরিয়ার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করেই ছাত্রলীগ কর্মী নাবিল বলেন 'এই নুর, তোর সময় ১১ তারিখ পর্যন্ত। এরপর বস্তায় ভরে গুম করে ফেলব, মেরে ফেলব। এসময় নুরের সঙ্গে থাকা শাকিল প্রতিবাদ করলে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন ছাত্রলীগের ওই কর্মী।

ডাকসু'র ভিপি নুর সাংবাদিকদের জানান, প্রাণনাশের হুমকিদাতা ছাত্রলিগের কর্মী আদনান আহমেদ নাবিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ণরত। থাকেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। তিনি হল শাখা ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী।

ধর্ষণের দায়ে জেলবন্দি কেরলের যাজককে বহিষ্কার করলেন পোপ

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.): কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে কেরলের সাজা প্রাপ্ত যাজককে রবিন ভাদাক্কুমচেরিকে বহিষ্কার করলেন পোপ ফ্রান্সিস উ রবিবার এপ্রসঙ্গে ভ্যাটিকানের এক প্রতিনিধি জানান, ২০১৭ সালে কেরলের কোট্টিয়ায়ুর এলাকার সাইরো-মালাবার চার্চের যাজক রবিনের বিরুদ্ধে এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই তাকে সাসপেন্ড করা হয় চার্চের তরফে। ২০১৮ সালে সেই মামলার শুনানি শেষ হয়। ২০১৯ সালে তাকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। তারপর থেকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছিল ভ্যাটিকানে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার শেষ পর্যন্ত জেলবন্দি ওই যাজক বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। তাই ওই ব্যক্তিকে আর চার্চের কোনও দায়িত্ব পালন করতে হবে না। চার্চের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হল।-

নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদীরা মনুষ্যত্বের বিরোধিতা করছে, দাবি রূপার

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : যারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব আইনের জন্য বিক্ষোভ প্রতিবাদে সরব হয়েছে, তারা মনুষ্যত্বের বিরোধিতা করছে। রবিবার শহীদ মিনার প্রাঙ্গণের সমাবেশ এই মন্তব্য করেন বিজেপি-র রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ দিন রূপা বলেন তাঁর ছেলেবেলার এক রাতের কথা। চারদিক অন্ধকার। কয়েকটা রিকশা এসে সেখানে হাজির আমাদের বাড়ির সামনে। শুনলাম টাইগার নামে একজন এসেছে, আমাকে নাকি তুলে নিয়ে যাবে। মা বললেন, এটা হতে দেব না। কিছুতেই হতে দেব না। একদল লোক শাবল দিয়ে দেওয়াল ভাঙতে শুরু করল। সেই রাতে কোনও রকমে মা আর আমি দিনাজপুরে এসে পৌঁছলাম। ভোরবেলা বাসে করে ঢাকায় এলাম।

রূপা বলেন, আজ গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আইন করে যা দেখালেন, তাতে আমার মত অসহায় অনেক মানুষ বেঁচে যাবেন। মায়ের পাসপোর্ট ছিল বলে আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। বাবার পাকিস্তানের পাসপোর্ট ছিল। কোনও রকমে এখানকার লোকদের ধরে তাঁকে রাখতে পেরেছিলাম। শেষ কয়েক বছর তিনি অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন। প্রাণভয়ে ওপার বাংলা থেকে কোনও রকমে পালিয়ে আসা লোকেদের এভাবেই বাঁচার দিশা দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

ইমতিয়াজের সঙ্গে শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম", ঃ আরিয়ান ?

সংবাদ প্রতিদিন ডিডিটাল ডেস্ক: কার্তিক আরিয়ান বরাবরই হাসিখুশি থাকতে পছন্দ করেন। বলিউডে থাকার কারণে তাঁকে নিয়ে গুজব কম রটেনি। কিন্তু সবকিছুই হাসিমুখে সামলেছেন কার্তিক। কখনও তাঁকে রাগতে দেখেনি কেউ। তাঁকে কেউ মেজাজ হারাতে দেখেনি। সাংবাদিকদের বেয়াড়া প্রশ্নের জবাবও মিষ্টি হেসে দিয়েছেন বরাবর। এমন এক অভিনেতা কিনা "লাভ আজ কাল ২" ছবির শুটিং করতে গিয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন!২০০৯ সালে সইফ আলি খান ও দীপিকা পাড়ুকোনকে নিয়ে ইমতিয়াজ আলি বানিয়েছেন "লাভ আজ কাল"। তারই সিক্যুয়েল "লাভ আজ কাল ২"। তবে এই ছবিতে সইফ-দীপিকা নেই। রয়েছেন কার্তিক আরিয়ান ও সারা আলি খান। এই প্রথমবার ইমতিয়াজদের সঙ্গে কাজ করছেন কার্তিক। অভিনেতা জানিয়েছেন, এই নিয়ে চাপা টেনশন তো ছিলই। এমন একজন পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তো আর কম কথা নয়। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে কার্যত ইমতিয়াজের "প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন" কার্তিক। তাই ছবির শেষ দৃশ্যে অভিনয় করার সময় কেঁদে ফেলেছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে একথা জানিয়েছেন তিনি।কার্তিক এও জানিয়েছেন, অভিনেতা হিসেবে অনেক পালটে গিয়েছেন তিনি। এর সমস্ত কৃতিত্বটাই তিনি দিয়েছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলিকে। এমনকী ইমতিয়াজের সংস্পর্শে এসে তাঁর চিন্তাধারাও পালটে গিয়েছে বলে জানান কার্তিক। তিনি বলেন, "আমার মনে হয় আমি এখন সম্পূর্ণ একজন অন্য মানুষ। যবে থেকে এই ছবির শুটিং শুরু করেছি, তবে থেকেই অনেক বদলে গিয়েছি। অভিনয়ের ধরনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই ব্যক্তিগত জীবনেও পরিবর্তন এসেছে অনেক।"জুলাই মাসে শুটিং শেষ হয়েছে "লাভ আজ কাল ২"-এর। তবে ছবির নাম "লাভ আজ কাল ২" থাকবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ পরিচালক থেকে প্রযোজক, কেউই ছবির নাম কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত করেননি। তবে ইমতিয়াজের ছবিতে নাম পরিবর্তন নতুন কথা নয়। এর আগে "জব উই মেট" বা "তামাশা"র ক্ষেত্রেও শেষ মুহূর্তে নাম পরিবর্তন হয়েছিল।

ফের সালমান খানের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রী দিশা পাটানি

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানি।"ভারত" ছবিতে তার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। কারণ দিশার স্বপ্ন ছিল, সালমান খানের সঙ্গে এক ফ্রেমে অভিনয় করা। তবে "ভারত" ছবিতে দিশা ছিলেন ছোট্ট একটি চরিত্রে। কিন্তু এবার সালমানের নায়িকা হিসেবেই দিশাকে দেখা যাবে।প্রভু দেবা পরিচালিত "রাধে: ইয়োর মোস্ট ওয়ান্টেড ভাই" ছবিতে দিশাকে দেখা যাবে। অভিনেত্রী দিশা বলেন যে, "সালমান খান আমার কাছে সব সময়ই অনুপ্রেরণার। তাঁর সঙ্গে "ভারত" ছবিতে কাজ করে আমার স্বপ্ন সত্যি হয়। এখন আবার তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছি রাধে ছবিতে।"সালমান খানের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ছবি পোস্ট করা হয়। সেখানে ছবিটির শুটিং শুরুর একটি ছবি পোস্ট করেছেনসালমান। তাতে সালমান, দিশা, জ্যাকি শ্রফ, প্রভু দেবা, রণদীপ হুদা, সোহেল খান প্রমুখকে দেখা গিয়েছে। কোরীয় ছবি দ্য আউটলজ-এর রিমেক হবে রাধে। রাধে সিনেমাতেও সালমান খানকে পুলিশের চরিত্রে দেখা যাবে। ছবিটির মাধ্যমে আবার একসঙ্গে কাজ করলেন প্রভু দেবা ও সালমান। এর আগে ২০০৯ সালে ওয়ান্টেড এবং সম্প্রতি দাবাং থ্রি ছবিতে দুজন কাজ করেন একসঙ্গে। আগামী বছর ঈদে রাধে আসছে প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটি প্রযোজনায় সালমান খানের ভাই সোহেল খান ও অতুল অগ্নিহোত্রি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে ছবিটির শুটিং। সালমান খান নিজেই শুটিং স্পটের একটি ছবি টুইটারে পোস্ট করেছেন।এমনকি গান শুটিংয়ের মধ্য দিয়ে ছবির শুটিং শুরু হয়েছে।এরপর মাসব্যাপী মুম্বাইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে চলবে ছবির কাজ। দাবাং থ্রি ছবির প্রচারণার আগেই এই ছবির শুটিং শেষ করতে চান সালমান খান। কারণ, ডিসেম্বরেই মুক্তি পাচ্ছে দাবাং থ্রি।

জয়া বা রেখা নয়, এই মহিলাকেই নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ

ইন্ড্রাস্ট্রিতে নয় নয় করে ৫০টা বছর সসম্মানে এবং রাজকীয়ভাবে কাটালেন অমিতাভ বচ্চন। অক্টোবরেই শাহেনশাহর জন্মদিনে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপচে পড়েছিল শুভেচ্ছাবার্তা। আর এবার বলিউডে ৫০ বছর উপলক্ষ্যে বিগ-বি কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বি-টাউনে হইহই। স্মৃতির সরণী বেয়ে চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব গুঞ্জনের কথা যা জড়িয়ে রয়েছে অমিতাভের নামের সঙ্গে।জয়া এবং রেখার সঙ্গে অমিতাভের কেমিস্ট্রি নিয়ে নানান কথা শোনা যায় কান পাতলেই। অনেকেরই মতে, জয়া এবং অমিতাভের মাঝে রেখা ঢুকে পড়লেও দাম্পত্য জীবনে এতোটুকু ভাঙন ধরতে দেননি এই দুই তারকা। অনেক উথাল-পাতাল হলেও আজও একই ফ্রেমে হাসি মুখে ধরা পড়ে দুটো মুখ। তবে শোনা যায়, ১৯৭৮ সালে একটি ম্যাগাজিনে সাক্ষাতকারে রেখা, তার এবং অমিতাভের সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন, যা জয়ার একেবারেই পছন্দ হয়নি। এরপরেই নাকি জয়া রেখার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অমিতাভকে বাধা দিয়েছিলেন। আর দুই তারকার এক ফ্রেমে না আসার খবর চাপা থাকেনি। একটা চাপা টেনশন যে কোথাও কাজ করছে তা আঁচ করতেও সময় নেয়নি কেউ।তবে জয়া এবং রেখাকে নিয়ে বলিউডে প্রচুর গুঞ্জন শোনা গেলেও, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন অন্য এক মহিলাকে। বিশ্বাস না হলেও, বিনোদনের খবরে ভরপুর সংবাদ মাধ্যমে যারা একটু আধু খোঁজ রাখেন তাদের চোখে এর আগে নিশ্চয় পড়েছে এই বিষয়টি। এমনই কিছু ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, অমিতাভ নাকি ভালোবেসেছিলেন এক মারাঠী মহিলাকে। দুজনের সম্পর্ক এতোটাই দূরে এগিয়ে গিয়েছিল যে বিয়েও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে বিয়ে ভেঙে যায়।শোনা যায়, অমিতাভ বচ্চনের কলকাতা ছেড়ে মুম্বই চলে যাওয়ার পিছনে নাকি এই বিচ্ছেদই দায়ী ছিল। কলকাতায় অমিতাভ যে সংস্থায় কাজ করতেন সেই সংস্থাতেই বিজয় সিং নামে এক ব্যক্তি কাজ করতেন। পরবর্তী কালে সেই ব্যক্তিই নাকি এই তথ্য তুলে ধরে। দীনেশ কুমার নামে অমিতাভের প্রাক্তন এক সহকর্মী জানান, কাজের জায়গায় খুবই একনিষ্ঠ ছিলেন অমিতাভ। অমিতাভকে তার ইস্তফা দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর সিনিয়রকে জানান কারণটা একান্তই ব্যক্তিগত।

গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের মা হবেন ?

বিনোদন ডেস্ক : সন্তান মেধাবী ও বুদ্ধিমান হোক সব মায়েরাই তা চান। আর এটা নির্ভর করে অনেকটা মায়ের সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ওপর। যদি একজন মা পুষ্টিকর খাবার না খান তাহলে তার শরীরে যে ঘটাতি তৈরি হয় সেটা সন্তানের ওপর গিয়ে পড়ে। যেমন ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন ডি, লোহা ইত্যাদির অভাব হলে শরীরে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। আর এর প্রভাব সন্তানের ওপর এসে পড়বে।মায়ের সঠিক খাবারের অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় মা কী খায় সেটা সন্তানের শারীরিক ও মানসিক গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে। গর্ভাবস্থায় আপনি এমন কিছু খাবার খেতে পারেন যা আপনার বাচ্চার আইকিউ (ইন্টেলিজেন্স কোশেন্ট) বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনার সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে ওর মস্তিষ্কের মাপ যে কোনও পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ২৫ হয়। ২ বছর বয়সে সেটা বেড়ে হয় ৭৫ যা স্বাভাবিক মস্তিষ্ক। প্রথম দুই বছর সন্তানের জন্য দরকার মস্তিষ্কের সঠিক বিকাশ।আসুন জেনে নিই গর্ভাবস্থায় কী কী খাবার খেলে আপনি বুদ্ধিমান সন্তানের জন্মদিতে পারবেন।মাছ: স্যালমন, টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এ্যাসিড সমৃদ্ধ। এগুলো বাচ্চার মস্তিষ্কের বিকাশেরজন্য খুবই জরুরি। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় সপ্তাহে দুবারের বেশি মাছ খায় তাদের সন্তানের বুদ্ধি বা আইকিউ বেশি হয়।ডিম: ডিম এ্যামিনো এ্যাসিড কোলিন সমৃদ্ধ, যাতে মস্তিষ্কের গঠন ভাল হয় ও স্মরণশক্তি উন্নতি হয়। গর্ভবতী নারীদের দিনে অন্তত দুটো করে ডিম খাওয়া উচিত যার থেকে কোলিনের প্রয়োজনের অর্ধেক পাওয়া যায়। ডিমে থাকা প্রোটিন ও লোহা জন্মের সময় ওজন বাড়িয়ে দেয়।দই: সন্তানের স্নায়ু কোষগুলো গঠনের জন্য আপনার শরীর প্রচুর পরিশ্রম করে। এ জন্য আপনার বাড়তি কিছু প্রোটিন লাগবে। আপনাকে প্রোটিনযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে যেমন : দই। দইয়ে ক্যালসিয়াম আছে যেটা গর্ভাবস্থায় লাগে।আয়রন: আয়রন খুবই দরকারি একটি উপাদান। যা সন্তানকে বুদ্ধিমান হতে সাহায্য। এই খাবারগুলো গর্ভাবস্থায় অবশ্যই খাওয়া উচিত। আয়রন আপনার গর্ভের সন্তানের কাছে অক্সিজেন পৌঁছে দেয়। এছাড়াও চিকিতসকের পরামর্শে আপনার আয়রনের সাপ্লিমেন্ট খাওয়া উচিত।ব্লুবেরি: ব্লুবেরির মত ফল, আর্টিচোক (ডাটা গাছ), টমেটো ও লাল বিন্সে এ্যান্টি ওক্সিডেন্ট থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় এই ফলগুলো আপনার সন্তানের মস্তিষ্কের টিস্যুকে রক্ষা করে ও বিকাশে সাহায্য করে।ভিটামিন-ডি: এটা শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব দরকার। গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েদের ভিটামিনের মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কম থাকে তাদের বাচ্চার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। ডিম, চিজ, লিভার ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। এছাড়া ভিটামিন-ডি এর ভাণ্ডার সূর্য্যের আলো তো আছেই।আয়োডিন: আয়োডিনের অভাব, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম ১২ সপ্তাহে সন্তানের আইকিউ কম করে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় আয়োডিনযুক্ত লবণ খান। এছাড়া সামুদ্রিক মাছ, শামুক, ডিম, দই ইত্যাদি খেতে পারেন।সবুজ শাক-সবজী: পালং শাক, ডাল ইত্যাদি ফলিক এ্যাসিড সরবরাহ করে। এছাড়াও ফলিক এ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট ভিটামিন বি-১২- এর সঙ্গে খাওয়া উচিত।মস্তিষ্কের কোষ গঠনে ফলিক এ্যাসিড খুব প্রয়োজনীয়। একটা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারীরা গর্ভবস্থায় সন্তান প্রসবের চার সপ্তাহ আগে ও আট সপ্তাহ পর অবধি ফলিক এ্যাসিড নিয়ে থাকে তাদের ৪০ শতাংশ অটিস্টিক সন্তান জন্ম দেয়ার আশংকা কম থাকে। তাই ফলিক এ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ খাবার।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন ! কি করবেন জেনে নিন

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হলে মলত্যাগ করতে সময় লাগে এবং মল শক্ত ও ছোট আকারের হয়। পেটে চাপ বা কোত দিয়ে মলত্যাগ করতে হয় এবং করার পরও অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়।এ ছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, তলপেট ও পিঠে ব্যথা হয় এবং পেটব্যথা, পেটফাঁপা ও বমির উদ্রেক হয়। তবে একটু সতর্ক হলেই এ রোগের কষ্ট দূর করা যায়। সঠিক খাদ্যাভ্যাসের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য, পাইলস ও অর্শের সমস্যা হয়ে থাকে।আসুন জেনে নিই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় যা করবেন আর যেসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন।কোষ্ঠকাঠিন্যে কী করবেন?১. অনেক অসুখের মূলেই আছে ভুল খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস। অনেকেই শাকসবজি খান না। আবার অনেকের জল খেতে অনীহা।২. দিনে ৩-৩.৫ লিটার জল পান করুন। শীতের সময় কিছুটা কম হলেও চলে।৩. রোজকার ডায়েটে রাখুন পাঁচ রকমের শাকসবজি। আলু-পেঁয়াজ ছাড়া সময়ের সব রকমের সবজি খেতে হবে। ঢেঁড়স কনস্টিপেশন কমাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়।৪. যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তারা নিয়ম করে দুবেলা ঢেঁড়স খেলে সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন।. পালং শাক থাকুক মধ্যাহ্নভোজনে।৬. কুমড়ো, লাউ, পটোলসহ সময়ের সবজি খেতে হবে। খোসাসহ সবজি খাওয়া উচিত।৭. কলা, পেয়ারা, লেবু, আম, জামসহ বেশিরভাগ ফলেই ফাইবার আছে। নিয়ম করে দিনে ৩-৪টি ফল খেলে ভালো হয়।কী করবেন না১. বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে চাপ দেবেন না। এতে সমস্যা বাড়ে।২. নিয়মিত ব্যায়াম করে ওজন ঠিক রাখুন। বাড়তি ওজন পাইলসের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়।৩. ভারী জিনিস তুলবেন না।৪. ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দিতে হবে।৫. মদ্যপানে সমস্যা বাড়ে।৬. ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন।৭. খাবাবের নামে ঝলসানো মাংস খাবেন না।৮. ময়দার খাবার খেলে সমস্যা বাড়ে। চাউমিন ময়দায় তৈরি হয়। মোমোও তাই। সুতরাং এ ধরনের খাবার বাদ দিন।৯. কেক, বিস্কুট মাত্রা রেখে খান। পরিবর্তে খই, ওটস খেতে পারেন।পাইলস হলে সময় নষ্ট না করে শুরুতেই চিকিতসকের পরামর্শ নিন।

শ্রাবন্তীর সাথে অবশেষে ঘটে গেল এই ঘটনা, কি সেই ঘটনা? জানুন

অপহরণ হলেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়! কি অবাক হচ্ছেন? ভয় পাওয়ার কিছু নেই, অভিনেত্রী অপহরণ হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেটা বাস্তবে নয়, সিনেমায়। পৌলমী নামের একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।চাকরি সূত্রে একটি গ্রামে গিয়ে থাকছেন পৌলমী। তবে গ্রামে আর্সেনিকবাহিত রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়াতে উদ্বিগ্ন সে। বিষয়টি নিয়ে সবাইকে সচেতন করতে প্রচার শুরু করে পৌলমী। তবে তার এই পদক্ষেপকে মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না গ্রামের কিছু রাজনৈতিক নেতা।পৌলমীকে আটকাতে ওঠে পড়ে লাগেন তারা। এক পর্যায়ে পৌলমীকে থামাতে তাকে অপহরণ করা হয়। এমনই একটি গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে পরিচালক ত্রিদিব রমনের ছবি "উড়ান"। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে "উড়ান"-এর ট্রেলার। যেখানে পৌলমীর ভূমিকায় দেখা গেছে শ্রাবন্তীকে। আর তার প্রেমিক রোহিতের ভূমিকায় সাহেব ভট্টাচার্য। শ্রাবন্তী ও সাহেব ছাড়াও এই ছবিতে বহুরূপীর ভূমিকায় দেখা যাবে সুব্রত দত্তর মতো অভিনেতাকে।

দানায় দানায় গুর, তিসি-যাপন করলেই ডায়াবেটিস-ক্যানসারে মোক্ষম উপকার

ব্লাড প্রেশার থেকে সুগার। ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার। সব রোগের মহৌষধ তিনি। এক চামচ তিসিবীজের প্রচুরপ্রোটিন। তিসি খান। তাহলেই হাজারো রোগ গায়েব। তিসির লাড্ড। মুখে দিলেই আহা। শুধুই কি লাড্ডু, হেঁশেলের মশলায় তিনি অন্যতম। তিসির তেলের গুণ বলেশেষ করা যাবে না। তিবীজ ফাইবার, ওমেগা থ্রি ও ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রধান উৎস। তিসি-তে কী কী পুষ্টিগুণ রয়েছে?

১০০ গ্রাম তিসি বীজে রয়েছে ৫৩৪ ক্যালরি, ১৮.২৯ গ্রাম আমিষ ২৭.৩ গ্রাম স্নেহ, ২৮.৮৮ গ্রাম শর্করা, ১.৬৪ মিলিগ্রাম থায়ামিন ০.১৬১ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ৩৯২ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম, ৬৪২ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ৮১৩ মিলিগ্রাম পটাসিয়াম, ৪.৪৩ মিলিগ্রাম জিঙ্ক, ০.১৭৪ মিলিগ্রাম ম্যাঙ্গানিজ, ৬ মাইক্রোগ্রাম ফলেট। সত্যি বলতে কী, এত পুষ্টিগুণ খুব কম খাবারেই আছে।

তিসির গুণ জেনে নিন—

ওজন কমায়— তিসির স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও আঁশ অনেকক্ষণ পেট ভরে রাখে। ফলে কম খাবার খেলেও চলে।ওজন কমাতে প্রতিদিনের খাবার তালিকায় স্যুপ, স্যালাড ও যে কোনও পানীয়ের সঙ্গে কয়েক চা চামচ তিসিবীজ খাওয়া যেতে পারে। খারাপ কোলেস্টেরল কমায়— গবেষকদের দাবি,শরীরে ভাল কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায় তিসিবীজ। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ— তিসিবীজ রক্তে চিনির মাত্রা কমায়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখে। দৈনিক ১৫-২০ গ্রাম তিসি খেলে ডায়াবেটিস হওয়া ঝুঁকি কমে। হজমে সাহায্য— শরীরের দূসিত পদার্থবের করে দেয় তিসি। অতিরিক্ত মেদ কমায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে ১-২ টেবিল চামচ তিসিরতেল ১ কাপ গাজরের রসের সঙ্গে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার উপকার পাওয়া যায়। ক্যানসার প্রতিরোধী --- তিসিতে রয়েছে প্রচুর ফাটোঅ্যাস্ট্রোজেনিক লিগ্নান্স। এটা শরীরে ক্যানসারের কোষ গঠনে বাধা দেয়। স্তন, প্রস্টেট ওভারিয়ান ও কোলন ক্যানসার প্রতিরাধ করে। হার্ট সুস্থ --- তিসিবীজে রয়েছে আল ফা লিনোলিক অ্যাসিড। এটা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। তামাকের নেশা থেকে মুক্তি — প্রতিদিন লাঞ্চের পর অল্প একটু তিসি চিবোলে তামাক বা অন্য নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে বলে দাবি গবেষকদের।

সুন্দর ত্বক, চুল, নখ— প্রতিদিন ১ চামচ তিসি গুঁড়ো। চুল পড়া কমায়। স্কিন ও নখকে স্বাস্থ্যবান করে।

মানুকা মধুর চেয়েও বেশি উপকারী টার্কিশ মধু

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কের হাক্কারি প্রদেশের উৎপাদিত মধু জনপ্রিয় মানুকা মধুর চেয়েও বেশি উপকারী। এতদিন নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মানুকা মধু বাজারের অন্যসব মধুর চেয়ে বেশি ওষুধিগুণ সম্পন্ন বলে গণ্য করা হতো। মানুকা নামক এক প্রকার ঝোপ জাতীয় উদ্ভিদের ফুল থেকে এ মধু উৎপাদন করাহয়। এ মধুতে এক প্রকার অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান বিদ্যমান যা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করে।

গবেষকরা বলছেন, টার্কিশ মধুতে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদানের পরিমাণ ও কার্যকারিতা মানুকা মধুর চেয়েও বেশি। তুরস্কের ট্র্যাবজোন শহরে অবস্থিত কারাদেনিজ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি রড় গবেষকরা জানান এ তথ্য। তুরস্কের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদিত মধুর উপর এ গবেষণা চালানো হয়।গবেষকদের সদস্য সেভগি কোলাহ বলেন, 'হাক্কারি প্রদেশের ফুল থেকে উৎপাদিত মধু ব্যাটকেরিয়ার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো কাজ করে এবং তা মানুকা মধুর চেয়েও অধিক কার্যকর। এছাড়াও বিভিন্ন জাতের বাদাম ও ওক থেকে উৎপাদিত মধুতেও অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়ল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষতি হয়েছে। সেভগি কোলাহ আরও বলেন, গাঢ় রঙের মধুতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বেশি থাকে এবং অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল উপাদান বেশি থাকে হালকা রঙের মধুতে। তুরস্ক উভয় প্রকার মধু উৎপাদনেই নির্ভরতার প্রমাণ দিচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মধু উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক তৃতীয় ।চীন ও আর্জেন্টিনার পরেই অবস্থান করছেদেশটি।

কুকুর মালিকদের মৃত্যু ঝুঁকি কম

কুকুর মালিকদের মৃত্যুর ঝুঁকি কম, বলছেন সুইডেনের একদল গবেষক। প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি সুইডিশের উপর গবেষণা চালিয়ে এ তথ্য জানাচ্ছেন তারা।

গবেষণায় ৪০ থেকে ৮০ বছর বয়সী সুইডিশদের মেকিডেল তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষকরা বলছেন, কুকুর পালন মানুষের শারীরিক কার্যকলাপ ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যা হৃদরোগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুকি কমায়।

তাছাড়া কুকুর মাইক্রোবায়োম নামে পরিচিত কিছু গৃহস্থালি ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকেও মালিককে সুরক্ষা দেয়। কুকুর পালনে ঘরের ধূলাবালি, ময়লা ইত্যাদির পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন কিছু গৃহস্থালি ব্যাকটেরিয়াকেও প্রভাবিত করে। যেসব মানুষ একাকী বসবাস করেন তাদের বিশেষ সরক্ষা দেয় কুকুর। গবেষকদলের প্রধান মিয়েনইয়া মুবাংগা বলেন, একাকী বসবাসকারী কুকুর মালিকদের মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৩ শতাংশ কম এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কম ১১ শতাংশ।

তিনি আরও বলেন, এর আগে গবেষণায় দেখা যায় একাকী বসবাসকারী মানুষদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশি। সুতরাং, একাকী মানুষের জন্য কুকুর হয়ে উঠতে পারে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

কিছু শিকারি প্রজাতির কুকুর যেমন--- রিট্রাইভার, হাইন্ড, টেরিয়ার ইত্যাদি পালন হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে অধিক কার্যকরী।

বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স রিপোর্টসে প্রকাশিত ও গবেষণাপত্রটি তৈরি হয়েছে ২০০১

সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে।

জাতীয় তথ্যভান্ডার থেকে এ সময়ের মধ্যে সুইডেনের হাসপাতালগুলোতে সেবা নিতে আগত নাগরিকদের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে ২০০১ সালে থেকে কুকুর মালিকদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয় সেদেশে।

হাস্যরসের বড়ই অভাব, পর্দায় জমল না পতি পত্নী অউর ওহ

অভিনেতা অভিনেত্রীঃ কার্তিক আরিয়ন, ভূমি পেডনেকর, অপারশক্তি খুরানা, অনন্যা পাণ্ডে, কে কে রায়নাগল্পঃ সম্বন্ধ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দুটি মানুষের জীবন ভালোই চলছি। এমনি সময় জীবনে ঝড় তোলে অন্য এক মহিলা। তাঁকে

ঘিরেই ঘুরে যায় গল্পের মোড়। সেখান থেকেই শুরু হয় এক ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। যার পরিণতি কী তা বোঝা দায় হয়ে ওঠে তিন চরিত্রের জন্যই।অভিনয়ঃ অভিনয়ের দিক থেকে ভুমিপেডনেকর অনবদ্য। তাঁর স্পষ্ট ও সোজা সাপ্টা কথার ধরণ, সংলাপের গতি সবই যেন অনুকুলে থাকে। কিন্তু কোথাও গিয়ে কার্তিকের চরিত্রে নতুনত্বের অভাব দেখা যায়। একঘেয়ে লুকেই এই ছবিতে ধরা দিলেন তিনি। এই স্টাইলে গল্প বলা, চরিত্রের উপস্থাপনা। অনন্যা এই ছবিতে বেশ খানিকটা জায়গা পায় নিজেকে প্রমাণ করার।চিত্রনাট্যঃ ছবির টিত্রনাট্যে একাধিক গলদ নজরে পড়ে। হাসির রসদ নেই বললেই চলে। আপাদ মস্তক এক বেলাইনে চলা ছবি। ছবিটি প্রথম থেকেই কোথাও যেন কিন্তুর ছাপ রেখে যায়। চরিত্রগুলো মজার গলেও গল্পে সেই দাপটের অভাব থাকে। বেশ কিছু জায়গায় ছবির উপস্থাপনা আরও একটু ভালো হতে পারত।

সিনেম্যাটোগ্রাফিঃ ছবিতে অনবদ্য উপস্থাপনা। যা এক কথায় সকলের নজর কাড়ে। গানের দৃশ্য থেকে শুরু করে ছবির উপস্থাপনা, সবেতেই একটা ঝাঁ চকচকে বিষয় নজরে আসে। ছবির আদ্যপান্ত জুড়ে থাকা এক সুন্দর সেট, কস্টিউম, এক কথায় বলতে গেলে ছবিটি চোখের জন্য মনোবম। পবিচালনাঃ পরিচালনার দিক থেকে বলতে গেলে বেজায় খামতি নজরে আসে। ছবিতে হাসির দৃশ্য খুবই কম। সংলাপ উপস্থাপনা করার দিকে আরও বেশি নজর দেওয়া যেত। গল্প তেমন আকর্ষণ না করলেও সব মিলিয়ে এই একবার দেখেই নেওয়া যায়। যদিও কার্তিকের থেকে যে ধরনের ছবি আশা করা যায়, এই ছবি তার থেকে বেশ খানিকটা আলাদা।

সোমবার আগরতলায় অল ত্রিপুরা এস্ট্রোলজি এসোসিয়েশনের আয়োজিত ১১তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

রমনা কালীর ছবি উপহার দিয়ে অমিত শাহকে বরণ দিলীপের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : রবিবার সিএএ-র সমর্থনে কলকাতার শহিদ মিনারে বক্তব্য সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বাংলাদেশের ঢাকার রমনা কালী মন্দিরের কালী বিগ্রহের ছবি দিয়ে বরণ করে নেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

পদ্ম ফুল,উত্তরীয় পরিয়ে, রমনা কালী মন্দিরের কালী বিগ্রহের ছবি দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বরন করা হয়ঊ

এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু বলেন, 'শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশা জড়িত স্মৃতি রয়েছে এই কালী মন্দিরে। সেই ছবি দিয়েই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়া হল'ঊ

উল্লেখ্য,রমনা কালী মন্দির ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত হিন্দু মন্দিরসমূহের মধ্যে অন্যতম ঊএটি রমনা কালীবাড়ি নামেও পরিচিতঊ এটি প্রায় এক হাজার বছরেরও পুরাতন বলে বিশ্বাস করা হয় কিন্তু ইংরেজ আমলে এই মন্দিরটি আবার নতুন করে নির্মাণ করা হয়ঊবাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রমনা পার্কের (যার বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বহির্ভাগে অবস্থিত।বর্তমানে বাংলার সংস্কৃতিতে এ মন্দিরের উল্লেখ্য ভূমিকা আছেঊ ১৯৭১ সালের ২৬ ও ২৭ মার্চঊ এই দুটো দিন রমনা কালীমন্দিরের পবিত্র ভূমি ঘিরে পাকিস্তানি সেনারা যে বিভীষিকার রাজত্ব তৈরি করেছিল তার করুণ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় চিরদিন লেখা থাকবেঊ এক তীর্থভূমি রাতারাতি পরিণত হয়েছিল বধ্যভূমিতে।

রমনা কালীমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ গিরি সহ সেখানে উপস্থিত প্রায় ১০০ জন নারী ও পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল পাক সেনারাঊ শিশুরাও রেহাই পায়নিঊ এই হত্যাকাণ্ডের সময় রমনা কালীমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম দাউ দাউ করে জ্বলেছিলঊ রমনা কালীমন্দিরের চূড়া ছিল ১২০ ফুট, যা বহুদূর থেকে দেখা যেত।

সেটিও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় ওই বর্বর সেনারাঊ ২০০৬ সালে রমনা কালীমন্দির আবার নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়ঊ পুজোর্চনাও শুরু হয় ঊসেই মন্দিরের মা কালীর মূর্তির একটি ছবি অমিত শাহের হাতে তুলে দেওয়া হয় এদিন

ভারতে অশান্তির ছক কষতে একজোট হয়েছে বিরোধীরা, দাবি মুকুলের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : ভারতে অশান্তি ছড়ানোর ছক কষতে একজোট হয়েছে বিরোধীরা। রবিবার শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে বিজেপি-র জনসভায় এ কথা বলেন মুকুল রায়।

মুকুলবাবু বলেন, গত বছর ২৫ জুলাই কেন্দ্র গোটা দেশে তিন তালাক প্রথা রদ করল। পৃথিবীতে ১৩৭টি ইসলামী দেশ আছে। কোথাও তিন তালাক ছিল না। কেন্দ্রে যে দিন এই আইন পাশ হয়ে গেল, সেদিন একবুক যন্ত্রণা নিয়ে সিপিএম, কংগ্রেস, মমতা বসে থেকেছে। হিম্মত থাকে আজ বলুন অন্যায় করেছে বিজেপি। বলতে পারবেন না। কারণ এটা যে দরকার ছিল সেটা ওরা ভেতরে ভেতরে জানেন।

এরপর ৫ আগস্ট ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যসভায় ৩৭০ ধারা বিলোপ করিয়েছিলেন। কাশ্মীরে 'এক দেশ, এক নিশান,এক বিধান' নীতি কার্যকর হল। যে স্বপ্ন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেখেছিলেন, যে স্বপ্ন দেখেছিল পশ্চিমবাংলার বহু মানুষ, সেই স্বপ্ন সফল হল। সবাই বলল, রক্তস্নান হবে। কিচ্ছু হলো না। কী দক্ষতা, যোগ্যতা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টার মোকাবিলা করলেন। লোকসভা রাজ্যসভা সর্বত্র যথাযথ উত্তর দিলেন ওঁরা। মমতা যন্ত্রণায় শেষ হয়ে গেলেন। তবু কিছু বলতে পারলেন না। বিজেপির এই মঞ্চ থেকে দাবি করব, বলুন কাশ্মীরে ৩৭০ ফিরাতে চাই। যদি হিম্মত থাকে। কিন্তু কেউ পারবেন না।

সব রাগ বুকে জড়িয়ে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম এর পর সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছে, সর্বোচ্চ আদালত রাম মন্দির নিয়ে যে রায় দেবে তা মেনে নেব। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর তেতো গিলতে হল। কেন্দ্রের বিরোধীরা এবার একসঙ্গে হয়েছে, কিভাবে ভারতে অশান্তি করা যায় তার ছক কষছে।

কাঁকসায় সরকারি অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলে অনিয়মের অভিযোগ ক্ষোভ অবিভাবকদের

দুর্গাপুর, ১ মার্চ(হি.স.): অবিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা না করেই পড়ুয়াদের ফিস বৃদ্ধির অভিযোগ। অবিভাবকদের অন্ধকারে রেখে কমিটি গঠনের অভিযোগ। ক্ষোভের মুখে তলব করেও বাতিল অবিভাবক মিটিং। আর তাতেই উত্তেজনার পারদ চড়ল কাঁকসার সরকারি অনুমোদিত এক বেসরকারী স্কুলে। অভিযোগের জবাবে কুলুপ এঁটেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রশাসনের দারস্থ ক্ষুব্ধ অবিভাবকরা।

কাঁকসার দার্জিলিং মোড়ে অবস্থিত বেসরকারী ওইস্কুলটি। সকাল ও দুপুর দুটি পর্যায়ে চলে স্কুলটি। গত কয়েকমাস ধরে স্কুলের দুপুরে বিভাগটিতে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ওই অভিযোগে ইতিমধ্যে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের দারস্থ হয়েছে অবিভাবকরা। রবিবার সমস্যা সমাধানের আলোচনার মিটিং তলব হলেও শেষপর্যন্ত তা বাতিল ঘোষনা হয়। আর তাতেই আরও ক্ষোভ অবিভাবকদের।

প্রশ্ন অনিয়মটা কি? রবিবার মিটিংয়ে আসা সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য, প্রিয়ব্রত সিনহা, ময়না মান্না প্রমুখ অবিভাবকরা জানান,'গত দুবছর ধরে অবিভাবক হীন চলছে স্কুলের পরিচালনা। অবিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা না করেই স্কুলের মাইনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ ও ব্লক প্রশাসনকে জানানো হয়। তাতে ১ মার্চ রবিবার অবিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য মিটিং ডাকা হয়। মুল গেট খোলা থাকায় ভেতরে ঢুকে দেখি স্কুলের বোর্ডে নোটিশ লেখা হয়েছে। তাতে মিটিং বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এবং পরিচালন কমিটি সেই নোটিশ দিচ্ছে।' আর তাতেই আরও ক্ষোভে ফেটে পড়ে অবিভাবকরা।

তারা জানান,'স্কুলটি সুষ্ঠভাবে চলুক। সব কিছু স্বচ্ছতার মাধ্যমে। কিন্তু, অবিভাবকদের অন্ধকারে রেখে পরিচালন কমিটি গঠন হল। আমরা টের পেলাম না। তারই প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাই পুনরায় বিডিওর কাছে অভিযোগ জানাবো।' যদিও স্কুলের প্রধানশিক্ষক রাজেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানান,' কোন মন্তব্য করতে চাই না। যা জানানোর নোটিশ বোর্ডে লেখা আছে।' কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রীনন্দা রায় মহান্তি জানান, 'এদিনের মিটিংয়ে থাকার কথা। কিন্তু কেউ তা জানায়নি।

কে বা কারা কমিটিতে আছে, সম্পুর্ণ অন্ধকারে। ওই স্কুলের আজ হঠাৎ পঞ্চায়েত সমিতির শরনাপন্ন হওয়ায়টাও ধোঁয়াশা রয়েছে আমার কাছে।' কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য জানান,'অভিযোগ পেয়েছিলাম। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নিতে বলেছি।

বিজেপির ঘৃণার রাজনীতি ছাড়াই বাংলা ভালো থাকবে, অমিত শাহকে কটাক্ষ অভিষেকের

কলকাতা,১ মার্চ (হি.স.):রবিবার সিএএ-র সমর্থনে কলকাতার শহিদ মিনারে সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অন্যদিকে কলকাতায় অমিত শাহর উপস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।টুইট করে ক্ষোভ উগরালেন তৃণমূল ঊ

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু হয়েছিল দিল্লির জাফরাবাদেঊদিল্লিতে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত অন্তত ৪২ ।এদিন অমিত শাহর কলকাতা সফরের পরই ট্যুইট করে অভিষেক বাবু লেখেন, 'বাংলায় এসে প্রচার না চালিয়ে ওনার উচিৎ ছিল দিল্লিতে কেন ৫০টা নিষ্পাপ প্রাণ চলে গেল, তার ব্যাখ্যা দেওয়ার আর ক্ষমা চাওয়া ।বিজেপির ঘৃণার রাজনীতি ছাড়াই বাংলা ভালো থাকবে'।

বন্ধ এনআরএস হাসপাতালের এসএনসিউ

কলকাতা,১ মার্চ (হি.স.): এনআরএস হাসপাতালে সুতো বিভ্রাটে ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে দু-জন শিশুরঊ শিশুদের মৃত্যু থেকে শিক্ষা নিয়ে আপাতত বন্ধ রাখা হল এনআরএস হাসপাতালের সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট (এসএনসিউ) ।হাসপাতাল সূত্রে খবর, সিল করে দেওয়া হয়েছে এনআরএস হাসপাতালের পেডিয়াট্রিক বিভাগের এসএনসিউ ঊ জীবানুনাশক ছড়িয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে এসএনসিউঊদরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে সেই তালাও সিল করে দেওয়া হয়েছেঊবন্ধ লিখে লাগানো হয়েছে কাগজও ঊ নবজাতকের পাঠানো হয়েছে পেডিয়াট্রিক বিভাগের ওটিতে ঊ জীবানুমুক্ত করার কাজ চলছে এসএনসিউ এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে ঊ নিম্নমানের সুতো থেকে সংক্রমণ ছড়িয়েছে নাকি এসএনসিউ থাকে সংক্রমণ ছড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখছে হাসপাতাল।

গ্রীষ্মের আগে জলসঙ্কটের মুখে দুর্গাপুর শিল্পশহর

দুর্গাপুর,১ মার্চ(হি.স.): পলি জমে নাব্যতা কমেছে ফিডার ক্যানেলে। সমাজ বিরোধীদের দফায় দফায় বাধার মুখে ব্যাহত ড্রেজিংয়ের কাজ। দিনে দুবারের বদলে একবার জল জুটছে শহরবাসীর ।গরমের আগেই চরম জলসঙ্কটের মুখে দুর্গাপুর শিল্পশহর। সমাজবিরোধীদের বাধা ঠেকাতে পুলিশি তৎপরতা। ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

গত কয়েকদিন ধরে শিল্পশহরে পানীয়জল পরিষেবায় সঙ্কটের মুখে শহরবাসী। সারা দিনে দুবারের বদলে গত সপ্তাহখানেক ধরে একাবার জলের জোগান পাচ্ছে শহরবাসী। অভিযোগ, ফিডার ক্যানেলে পলি জমে নাব্যতা কমেছে। ফলে জল উঠছে না দুর্গাপুর পুরসভা ও দুর্গাপুর ইস্পাতের(ডিএসপি) জলসরবরাহ প্ল্যান্টে। আর তাতেই চরম জলকষ্টে শহরবাসী। জানা গেছে, ডিভিসির অধীনে ওই ফিডার ক্যানেল। ডিভিসির কাছ থেকে জল কিনতে হয় দুর্গাপুর পুরসভা ও ডিএসপিকে। দুর্গাপুর ইস্পাতের জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু রায় জানান,' সংস্কারের জন্য সারাদিনে একবার জল জোগান দেওয়া হচ্ছে। তবে সেটা পর্যাপ্ত জল দেওয়া হয়।'

দুর্গাপুর পুরসভার মেয়রপারিষদ(জল) পবিত্র চট্টোপাধ্যায় জানান,' সারাদিনে এখন একবার জল দেওয়া হচ্ছে। আমরা ফিডার ক্যানেল সংস্কারের জন্য বহুবার আবেদন করেছি ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু বিষয়টি সেভাবে গুরুত্ব না দেওয়ায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি।' তিনি আরও বলেন, ' সাধারন মানুষের যেমন সচেতনতার অভাব। তেমনই ফিডার ক্যানেল নজরদারির রক্ষনাবেক্ষনের দায় ডিভিসির।'

যদিও ওই দুই সংস্থার আবেদনে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ফিডার ক্যানেলে পলিসংস্কারে উদ্যোগী হয় ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি প্রায় ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যায় প্রায় ৮ কিলোমিটার ক্যানেলের পলি, নুড়ি সংস্কারের কাজ শুরু হয়। বরাত পায় এক বেসরকারী ঠিকাসংস্থা। সপ্তাখানেক ধরে কাজও শুরু হয়। অত্যাধুনিক পদ্ধিতিতে জলে ভাসমান মেশিনে ড্রেজিং শুরু হয়। কিন্তু স্থানীয় সমাজবিরোধীদের দফায় দফায় বাধায় সংস্কারের কাজ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশ্ন বাধাটা কি? অভিযোগে বরাত পাওয়ায় সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয় একদল যুবক কাজের দাবীতে বাধা সৃষ্টি করে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি একবার কাজ বন্ধ করে দেয়। ওইদিন স্থানীয় কেকওভেন অভিযোগও দায়ের হয়। পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিলেও, রবিবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। অভিযোগ, এদিন সকালে আবার বাঁশ, লাঠি দিয়ে কর্মরত শ্রমিকদের মারধরের চেষ্টা করে সমাজবিরোধীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এবং ঘটনাস্থল থেকে একজনকে আটক করে। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ডিভিসির আধিকারিক সত্যব্রত ব্যানার্জি বলেন,' ফিডার ক্যানেলে প্রতিবছরই সংস্কার করা হয়। কিন্তু স্থানীয়মানুষ ক্যানেলটিকে নোংরা ফেলার ডাষ্টবিন তৈরী করে। নিষেধাজ্ঞা তোয়াক্কা না করে, প্রতিমা বিসর্জন, প্লাস্টিক সামগ্রী ফেলে। ফলে জল সরবরাহের মুখ মজে যায়। বিষয়টি বহুবার জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।' তিনি আরও বলেন,' সম্প্রতি সংস্কারের কাজ শুরু হলেও কিছু সমাজবিরোধী দফায় দফায় বাধায় ব্যাহত হচ্ছে সংস্কারের কাজ। বিষয়টি পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

জানা গেছে বর্ষার আগে তিনমাস ধরে ক্যানেলটির সংস্কার চলবে। তবে বছর বছর কাড়ি টাকায় সংস্কারের বদলে স্থায়ী সমাধনের আশারবানী শুনিয়েছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। ডিভিসির আধিকারিক সত্যাব্রত ব্যানার্জি জানান,' দুর্গাপুর এনআইটিকে কনসালটেন্ট দেওয়া হয়েছে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরই ফিডার ক্যানেলটির স্থায়ী সমাধানের কাজে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

গাড়ি চুরির ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে বদরপুরে

বদরপুর(অসম), হি.স., ১ মার্চ: ঘন ঘন গাড়ি চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুরে। এই অঞ্চলের অসামাজিক কাজকর্মের সাথে সাথে চুরির ঘটনা মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এবারে বদরপুর থেকে ইকো ভ্যান গাড়ি চুরি হয়েছে। এতে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে উক্ত এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামলেও কোনও হদিস বের করতে পারে নি।

সাধারণ মানুষের ঘর-বাড়ি চুরির আতংকে রাতের ঘুম উবে গেছে বাড়ির মালিক সহ গাড়ি মালিকদেরও। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। অনেক দিন পর ফের বদরপুরে গাড়ি চোর চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জানাগেছে, বদরপুর পাবলিক স্কুল রোডের বাসিন্দা দ্বীজেন্দ্র দাস প্রতিদিনের মতও ছয়ের পাতায়

এন আর সি র বিরোধীতা করে কুশপুত্তলিকা দাহ

বাঁকুড়া, ১ মার্চ (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে পা রাখতেই এন আর সি র বিরোধিতা করে রবিবার তার কুশপুত্তলিকা দাহ করলো এসইউসির কৃষক সংগঠন অল ইন্ডিয়া কৃষক ক্ষেত মজুর সংগঠন।

এদিন বেলা ১২টা নাগাদ কেরানীবাঁধ থেকে শতাধিক সদস্য মিছিল করে মাচানতলা মোড়ে হাজির হয় ।অমিত শাহগো ব্যাক ধ্বনি সহকারে তারা কুশপুত্তলিকা দাহ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ।সংগঠনের জেলা সম্পাদক তারাশংকর গোপ বলেন এন আর সি নিয়ে সারা দেশ বিরোধিতায় উত্তাল ।এন আর সি নিয়ে দেশে হিংসা, সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণ তৈরী হয়েছে ।অপরদিকে কৃষকেরা ফসলের নায্য দাম পাচ্ছে না, কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়ছে এই অবস্থায় নাভিশ্বাস উঠেছে কৃষকের ।সরকারের সে দিকে নজর নেই, এন আর সি, সি এ এ নিয়ে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।এদিন সংগঠনের তরফে অমিত শাহগো ব্যাক, ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষকদের পেনশন চালুর দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখা হয়।

গোলি মারো' ধ্বণি এবং তৃণমূলের ভূমিকায় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : বিজেপির 'গোলি মারো' ধ্বনি এবং অমিত শাহর সভা সম্পর্কে প্রকাশ্যেই কড়া সমালোচনা করল কংগ্রেস।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক গৌরব গগৈ টুইট করে বলেছেন, আম আদমি পার্টি এবং টিএমসির সাম্প্রতিক কাজ দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে ওরা নীতি ও কৌশল নিয়ে খেলা করছে। এটা হয়ত ওই দুই দলের মুখ্যমন্ত্রীর উপর মানুষের অনাস্থা বাড়াবে। মানুষ বুঝবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঘৃণা ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে তাদের জন্য লড়াই করছে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের নেতা মনোজ চক্রবর্তী আজ বলেন, বিজেপি গোটা দেশের সর্বনাশ করছে। কেন মুখ্যমন্ত্রী এদের কলকাতায় সভা করতে অনুমতি দিল বুঝতে পারছি না। ভুবনেশ্বরে কিসের সমঝোতা হয়েছে। অমিত শাহকে বিমানবন্দরে নামতে না দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন দলনেত্রী। আজ তিনি উদ্যোগী হয়ে বিজেপিকে সভা করতে দিলেন। এটা একটা দ্বিচারিতা।

মনোজবাবু বলেন, অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজপথে যারা 'গোলি মারো' বলে মিছিল করেছে, তাদের গ্রেফতার করতে হবে। এই সঙ্গে বলেন, জাত ধর্ম কাজ সবকিছুর নিরিখে দেশে ভয়াবহ অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গে অভিযুক্তদের এখনই গ্রেফতার করে গারদে তুলতে হবে। তবেই দেশ, রাজ্য এবং মানুষ বাঁচবে।

বিজেপি-র অপরাধে মদত দিচ্ছেন মমতা, অভিযোগ সুজনের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : রবিবার কলকাতায় প্রকাশ্য রাজপথে বিজেপি সমর্থকদের 'গোলি মারো' ধ্বনিকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনীতিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীর অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্ব 'ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিজ'-এ মদত দিচ্ছে। আর তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন মমতা।

সুজন চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেন, গুজরাতের দাঙ্গার নায়করা দিল্লিতে যে কাণ্ড ঘটিয়েছে, সেই স্মৃতি আমাদের সবার মধ্যে আছে। বিজেপি নেতাদের মুখে সেই গোলি মারো কথাটা আজ কলকাতায় শোনা গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে কলকাতায় এলেন অমিত শাহ। তাঁর জনসভা উপলক্ষে মিছিলে এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটল।

সুজনবাবু প্রশ্ন করেন, কোথায় আছেন মুখ্যমন্ত্রী? কোথায় গেল পুলিশ? এই অবস্থা কেন তৈরি হল? অবিলম্বে ভিডিও দেখে দোষীদের চিহ্নিত করতে তিনি বলেন। সুজনবাবু আরও বলেন, ওদের শাস্তি না দিলে দাঙ্গার আশঙ্কা আছে। আর তার জন্য দায়ী হবেন অমিত শাহ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুজনবাবু বলেন, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মত মুখ্যমন্ত্রী থাকলে গোলি মারো কে বলতে পারতেন দেখতাম। বিজেপি নেতৃত্ব 'ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিজ'-এ মদত দিচ্ছে। আর তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নেই মৌখিক, এবার লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমেই নিয়োগ করা হবে শিক্ষক

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.):শিক্ষক নিয়োগের আর থাকছে না ইন্টারভিউ ঊ এবার থেকে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার ফলাফল দেখেই নিয়োগ হবে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-তে ঊ নয়া বিজ্ঞপ্তি জারি রাজ্য সরকারের ঊ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ছে, এবার থেকে শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার ফল দেখেই নিয়োগ হবে স্কুল সার্ভিস কমিশনে ঊ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের জন্য যে নম্বর বরাদ্দ ছিল, তাও এবার থাকছে নাঊএবার পরীক্ষার্থীদের দিতে হবে দুটি লিখিত পরীক্ষ ঊ একটি টেট ও অন্যটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরঊ টেট পরীক্ষাকে সাধারণত প্রিলিমিনারি টেস্ট হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই টেট পাশ করতে পারলে তবেই তার বিষয়ের খাতা দেখা হবেঊ তারপরে এই দুই পরীক্ষার ভিত্তিতে বের হবে মেরিট লিস্ট ।একজন পরীক্ষার্থীকে মোট ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবেঊ প্রথমে ১০০ নম্বরের টেট বা প্রাইমারি টেষ্ট হবে ঊ এরপর ২০০ নম্বরের আরও একটা লিখিত পরীক্ষা হবে। এই ২০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর থাকবে ইংরেজির ওপর। ৫০ হবে পরীক্ষার্থী যে মাধ্যম স্কুলে পড়াবেন তার ওপর। যেমন বাংলা মাধ্যমের জন্য বাংলা, হিন্দির জন্য হিন্দি ঊ এরপর আরও ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে পরীক্ষার্থী যে বিষয়ের শিক্ষক হবেন তার ওপরে।

শাহর সভায় পিস্তল নিয়ে ঢোকার চেষ্টা,বাঁধা পুলিশের

কলকাতা,১ মার্চ (হি.স.):নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে সভা করতে রবিবার কলকাতার শহিদ মিনারে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊকিন্তু অমিত শাহের সভায় পিস্তল নিয়ে হাজির এক ব্যক্তিঊ হাতে-নাতে ধরে ফেললেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা।

পুলিশ সুত্রে খবর, নাইন এমএম পিস্তল-সহ এক ব্যক্তি ভিআইপি গেট দিয়ে সভাস্থলে ঢোকার চেষ্টা করেন।

কিন্তু মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে প্রবেশের সময় তাঁকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেন পুলিশকর্মীরা ঊ ওই ব্যক্তি নিজেকে প্রাক্তন সিআরপিএফ জওয়ান বলে দাবি করেছেন ঊ পাশাপাশি দাবি করেন আত্মরক্ষার স্বার্থেই তিনি পিস্তল রাখেন সঙ্গে ঊ তাঁর কাছে লাইসেন্সও রয়েছে। কিন্তু তবুও সভাস্থল থেকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওই ব্যক্তিকে এমনটাই খবর।

দেশকে ভাগ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে, সভায় অভিযোগ দিলীপের

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : দেশকে ভাগ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমরা তা হতে দেব না। রবিবার শহিদ মিনার প্রাঙ্গণের সমাবেশে এ ভাবেই সাফ জানিয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, লোকসভা ও রাজ্যসভাতে অমিত শাহ বিল পাশ করিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমাজকে সম্মানিত নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ করেছেন। কোটি কোটি নমস্কার তাই মোদী-শাহদের। অমিতজী বারবার এ রাজ্যে এসে পথ দেখিয়েছেন আমাদের। বক্তব্যের শুরুতেই দিলীপবাবু বলেন, আমি আজ ভাষণ দিতে আসিনি। মুকুল রায়, রহুল সিংহ, দেবশ্রী চৌধুরী, বাবুল সুপ্রিয় এবং সংগঠকদের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান। বলেন কৈলাশজীর আশীর্বাদ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে স্বচ্ছতা অভিযান

বাঁকুড়া, ১ মার্চ (হি.স.) : প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়তে রবিবার সকালে শহরের বিভিন্ন এলাকায় সাফাই অভিযান চালায় শুশুনিয়া হিল সেবা মিশন ।সকালে তামলিবাঁধ ময়দানে সংস্থার আহ্বানে বহু যুবক যুবতী হাজির হন ।তারা কলেজ রোড, চার্চ মোড়, মাচানতলা সহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাফাই অভিযান করে ।যুবক যুবতীরা নিজেরাই ঝাটা, ঝুড়ি নিয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা প্লাস্টিক, পলিথিন, আবর্জনা তুলে এলাকা পরিষ্কার করে ।পুরসভা ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু দিন আগে থেকেই প্লাস্টিক, পলিথিন ক্যারীব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হলেও বর্তমানে পুরসভা ও প্রশাসনের উদাসীনতায় ফের ব্যবহার শুরু হয়েছে।

এদিনের সাফাই অভিযানে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত পলিথিন ক্যারীব্যাগ উদ্ধার হয় ।সাফাই অভিযান চালানোর পাশাপাশি তারা স্থানীয় নাগরিকদের নিজ নিজ এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ও আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার আহ্বান জানান ।সেবা মিশনের অধ্যক্ষ গুনময় কুন্ডু বলেন শহর কে প্লাস্টিক মুক্ত শহর গড়ার অঙ্গীকার করে আমরা সাফাই অভিযানে নেমেছি, পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

শহিদ মিনার থেকে পাল্টা মিছিলের আহ্বান সেলিমের

কলকাতা,১ মার্চ (হি.স.):নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সমর্থনে সভা করতে রবিবার কলকাতার শহিদ মিনারে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঊ আমিত শাহর শহিদ মিনারে সভা করায় সোমবার সাংবাদিক সন্মেলনের মাধ্যমে শহিদ মিনার থেকে পাল্টা মিছিলের আহ্বান জানালেন বরিষ্ঠ সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম। অমিত শাহর শহিদ মিনারে উপস্থিতিতে কটাক্ষ করে সেলিম বলেন , 'উনি এসে বাংলায় বিস ঢেলে দিয়ে গেলেন ঊ যাতে বাংলার ঐতিহ্য নষ্ট হয়' ঊ এরপরই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, 'আমাদের মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কল্যানে উনি কলকাতায় হাজির হতে পেরেছেন ঊ আমরা এভাবে কলকাতার ঐতিহ্য নস্ট হতে দেবনাঊতাই আগামীকাল শাহিদ মিনার থেকে পাল্টা মিছিল করছি ঊ সেই মিছিলে আমি কংগ্রেসকে আহ্বন জানাচ্ছিঊশুধু কংগ্রেসই না যারা যারা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করতে চায় সকলকে আহ্বন জানচ্ছি।

অমিত শাহের সভায় যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের ওপর হামলা

হুগলী,১ মার্চ(হি.স.) : কলকাতায় অমিত শাহের সভায় যাওয়ার পথে বিজেপি কর্মীদের বাসে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠলো তৃনমুলের বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে হুগলীর জাঙ্গিপাড়া ব্লকের বাহানা গ্রাম এলাকায়। ঘটনায় বাস ভাঙচুর ও বিজেপি কর্মীদের মারধোর করার অভিযোগ উঠলো। বেধরক মারধোরে আহত ২২ জন বিজেপি কর্মী। আহতদের প্রথমে জাঙ্গিপাড়া গ্রামীন হাসপাতালে আনা হয়। পরে আট জনকে শ্রীরামপুর ওয়ালসহাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিজেপির অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস হামলা চালিয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের ।তৃণমুলের দাবি বাসে ওরা নিজেদের মধ্যেই ঝামেলায় জরিয়ে পরে। নিজেরা মারপিট করে তৃণমুলের ঘারে দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে।

অনুন্নয়নের অভিযোগের সঙ্গে মুস্লিমদেরও আশ্বস্ত করলেন শাহ

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : গত দশ বছরে রাজ্যে কোনও উন্নয়নই হয়নি। রবিবার শহিদ মিনার ময়দানের জনসভায় এই দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এই সঙ্গে মুসলমান আশ্বস্ত করেন তিনি। অমিতবাবু দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা রাজ্যকে দিয়েছে, কিন্তু সেই টাকা তৃণমূল নেতাদের পকেটে গিয়েছে। একইসঙ্গে বাংলার সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এ রাজ্যের মুসলিমদের কোনও ভয় নেই। কারও নাগরিকত্ব যাবে না।

এর পরই সিএএ নিয়ে মমতার বিরুদ্ধে সুর চড়ান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, "মতুয়ারা নাগরিকত্ব পায় আপনি চান না? গুরুচাঁদ ঠাকুর, হরিচাঁদ ঠাকুর, পঞ্চানন বর্মারা যে লড়াই করেছেন, আমরা তাঁদের সম্মান দিতে চাই। আপনি আটকাচ্ছেন কেন।"

পুরসভা নির্বাচনে জোট হলেও দেওয়ালে নিজেদের প্রতীক আঁকবে বাম-কংগ্রেস

রামপুরহাট, ১ মার্চ(হি.স.): আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে যৌথ প্রতীক নয়। বিজেপি-তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই হবে জোট গড়ে। প্রতীক থাকবে নিজের নিজের। তবে দেওয়াল লিখনে জোটের কথা উল্লেখ করা হবে বলে জানিয়েছে বাম-কংগ্রেস।

সামনেই পুরসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে জোট হচ্ছে ধরে নিয়ে রামপুরহাট পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন করে কংগ্রেস। ওই ওয়ার্ডে কংগ্রেসের সম্ভব্য প্রার্থী সাহাজাদা হোসেন কিনু হাতের উপর কাস্তে হাতুড়ি প্রতীক অঁকতে শুরু করেন। এতেই প্রতীক নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব বর্মণ বলেন, "পুরসভা নির্বাচনে তৃণমূল-বিজেপি শক্তিকে পরাস্ত করতে আমরা সার্বিক ঐক্য গড়ে তুলব। সেখানে বামফ্রন্টের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে লড়াই করব। যে ওয়ার্ড যারা পাবে তাদের নিজস্ব প্রতীক অঁকতে হবে। সেখানে জোটের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যৌথ কোন প্রতীক অঁকা যাবে না"।

একই বক্তব্য হাঁসন কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক মিল্টন রশিদের। তিনি বলেন, "ব্যালটে তো যৌথ প্রতীক স্থান পাবে না। ফলে সেই প্রতীক দেওয়ালে এঁকে লাভ হবে না। তাই যে ওয়ার্ড যারা পাবে তারা নিজেদের প্রতীক অঁকবে। আগে আমরা আসন নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব"।

সাহাজাদা হোসেন কিনু বলেন, "এই প্রতীক ভোটের নয়। জোটের বার্তা দিতে এই প্রতীক অঁকা হয়েছে। নির্বাচনে আসন বন্টনের পর নিজের নিজের প্রতীক অঁকা হবে। সেখানে শুধু জোটের কথা উল্লেখ করা হবে। শুধুমাত্র দুর্নীতিগ্রস্থ তৃণমূল এবং বিভেদকামী বিজেপিকে জোটের বার্তা দিতেই এই প্রতীক অঁকা হয়েছে।

লাভপুরের নিঁখোজ তৃণমূল নেতার অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধার খুনে কারন নিয়ে চাঞ্চল্য

লাভপুর, ১ মার্চ(হি.স.): লাভপুরের নিঁখোজ থাকা তৃণমূল নেতার অর্ধদগ্ধ দেহ উদ্ধার মুর্শিদাবাদ থেকে।ওই নিঁখোজ তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার হয় বাগা গ্রাম লাগোয়া এলাকা থেকে। এলাকাটি মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে নিঁখোজ ছিলেন সুফল বাগদি। তিনি লাভপুরের ঠিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঘা গ্রামের তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য। রবিবার কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।গত শুক্রবার থেকে নিঁখোজ লাভপুরের তৃণমূল নেতা সুফল বাগদি। তাঁর স্ত্রী শ্যামলী বাগদি তৃণমূলের লাভপুরের থিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা। শনিবার রাতে , মুর্শিদাবাদ থানা এলাকা থেকে ওই নেতার দেহ উদ্ধার হয়। অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পড়েছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান অপহরণ করে খুন করা হয়েছে ওই নেতাকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকালে সুফলের ফোনে আসে, কিছু ক্ষনের মধ্যে সে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। তার পর থেকে সে বাড়ি ফিরে আসেনি। মাঝে মাঝে সে রাতে বাড়ি ফিরে আসতো না তাই তার পরিবারের তরফে কোন খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, মাধবনগর থানার পুলিশের ৫ জনের একটি টিম আজ এসেছেন এবং অমিত গায়কোয়াড-কে নিয়ে যাবেন।

ওসি সিদ্ধার্থ কর বলেন, ওই ব্যাক্তি কিভাবে আগরতলায় এসেছেন নিজেও বলতে পারছেন না। তবে, ধারনা করা হচ্ছে তার মানসিক সমস্যা রয়েছে। ভুল করে আগরতলায় এসে পড়েছেন। সিদ্ধার্থ বাবু বলেন, একটি বেসরকারী সংস্থায় রিজিওনাল ম্যানেজার পদে কর্মরত রয়েছেন অমিত গায়কোয়াড। তাই, এমন একজন ব্যাক্তি ভুল করে আগরতলায় এসে পড়েছেন, বিষয়টি যথেষ্ট সন্দেহের বলেই মনে করা হচ্ছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যের কল্যাণে কলকাতায় আমরা গোলি মারো স্লোগান শুনলাম : সেলিম

কলকাতা,১ মার্চ (হি.স.) : সভা করতে রবিবার কলকাতার শহিদ মিনারে উপস্থিত হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উ এরইমাঝে ধর্মতলা চত্বরে এক মিছিল থেকে 'গোলি মারো' স্লোগান ওঠে' । আর এই জন্য রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বরিষ্ঠ সিপিআইএম নেতা মহম্মদ সেলিম।

তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যের কল্যাতণে কলকাতায় আমরা গোলি মারো স্লোগান শুনলামউ এই সাহস কেউ আগে দেখাতে পারেনি। ঐটা অপরাধমূলক কাজ। প্রকাশ্যে অমিত শাহ সভায় যাবার সময় পুলিশের সামনে গোলি মারো স্লোগান চললউপুলিশ একটাকেও ধরতে পারলনা উ পুলিশ নির্বাক দর্শক হয়ে থাকল'।

শাহ আসার দুঘন্টা আগেই সভাস্থলে জনসমুদ্র

কলকাতা, ১ মার্চ (হি.স.) : রবিবার দুপুরের আগেই জনমুখর হয়ে ওঠে শহিদ মিনার চত্বর। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল শুরু করে এখানে আসে বহু বিজেপি সমর্থক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর আড়াইটায় এখানে আসার কথা। কিন্তু তার দুঘন্টা আগেই সভাস্থলে জনসমুদ্র।

রবিবার এনএসজি-র ২৯ স্পেশাল কম্পোজিট গ্রুপের কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি নিয়েই অমিত দুপুরেই পৌঁছোবেন শহীদ মিনার ময়দানে বিজেপির সমাবেশে।

শহিদ মিনারে অমিত শাহর সভাস্থলে তৈরি হয়েছে দুটি মঞ্চ। মূল মঞ্চে বসবেন অমিত ও রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা। বাঁ দিকের ছোট মঞ্চে থাকবেন দলের সাংসদ ও বিধায়করা। যেহেতু মাধ্যমিক পরীক্ষা এখনও চলছে আর তার জেরে মাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা বজায় রয়েছে তাই বিজেপির এদিনের সভায় মাইকের ব্যবহার হওয়ায় পুরো মাঠ পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। ময়দানের নানা জায়গায় লাগানো হয়েছে এলইডি স্ক্রিন।

এই সভা শেষে বিকেল ৪টে নাগাদ কালীঘাট মন্দিরে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর সন্ধে ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত রাজারহাটের হোটেলে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কয়েক দফায় বৈঠক করবেন অমিত শাহ। রাতেই দিল্লি ফিরবেন তিনি।

চোরাচালানে অভিনবত্ব

● প্রথম পাতার পর

কদমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর ১৬৬ নং জি ব্রাঞ্চের বিএসএফ জওয়ানদের হাতে আটক সোনামুড়া ও মেলাঘর এলাকার দুই যুবক। ধৃত দুই গাঞ্জা পাচারকারী নাম মোহাম্মদ আলম মিয়া ও জুটন ভৌমিক।তাদের কাছ থেকে মোট ৩০ প্যাকেটে ৯৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে বিএসএফ জওয়ানরা। উদ্ধারকৃত গাঞ্জার বাজারমূল্য প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকা।

এদিকে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সুত্রধর জানান, ১৬৬ নং জি ব্রাঞ্চের বিএসএফ জওয়ানরা গোপন সূত্রের উপর ভিত্তি করে কদমতলা বাজার এলাকা থেকে ভুয়া বিএসএফ জওয়ান সেজে গাঁজা পাচারের সময় ৯৪ কেজি গাঁজাসহ ২ গাঞ্জা পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়। তাদের কাছ থেকে বিএসএফের নিলামের একটি গাড়িও উদ্ধার হয়। ওই জিপসি গাড়ি দিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঞ্জাগুলি আগরতলা থেকে নিয়ে বহিঃ রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।বিএসএফ জওয়ান সেজে গোটা রাজ্যও পেরিয়ে এসে গিয়েছিলো তারা। কিন্তু ত্রিপুরা অসম সীমান্ত কদমতলা এলাকায় আসার পর ১৬৬ নং জি ব্রাঞ্চের বিএসএফ জওয়ানরা ভুয়া বিএসএফ সাজে দুই গাঞ্জা পাচারকারীসহ বিপুল পরিমাণ গাঞ্জা আটক করতে সক্ষম হন।তারপর ১৬৬ নং জি ব্রাঞ্চের বিএসএফ জওয়ানরা ধর্মনগর থানার হাতে বিপুল পরিমাণ গাঁজাসহ দুই গাঞ্জা কারবারি ও জিপসি গাড়িটি হস্তান্তর করে। অপরদিকে ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি এনডিপিএস মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে, ত্রিপুরায় এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় মাত্রায় নেশা সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে আজ। বিএসএফ ও ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ অভিযানে দেড় লক্ষ ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য সাড়ে সাত কোটি টাকা। সাথে পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি ও গাড়ির চালককে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুন কুমার ভর্মা জানিয়েছেন, গোয়েন্দা খবরের ভিত্তিতে অসম থেকে সোনামুড়া সীমান্তে ইয়াবা পাচারের সময় ওই ইয়াবা ৮উদ্ধার হয়েছে। তিনি বলেন, পাচারের বিষয়ে ত্রিপুরা পুলিশকেও জানানো হয়েছিল এবং তাদের সহযোগিতায় ওই সাফল্য মিলেছে। তাঁর কথায়, বিএসএফ গোকুলনগর সেক্টর হেড কোয়ার্টার, ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়ান এবং বিশালগড় মহকুমা আধিকারিক বিশালগড় থানার ওসি, আমতলী থানার ওসি এবং মধুপুর থানার ওসি-কে সাথে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে নাকা পয়েন্ট তৈরি করা হয়। দুপুর ১২টা নাগাদ একটি মারুতি ইকো ভ্যান থেকে ওই ইয়াবা উদ্ধার হয়েছে।

তিনি বলেন, বিএসএফ-র গকুলনগরস্থিত সেক্টর হেড কোয়ার্টার মেইন গেইটের কাছে জাতীয় সড়কে ওই ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে সিএনজি সিলিন্ডারের ভেতরে ১টি প্যাকেটে ১ লক্ষ ৫০ হাজার উদ্ধার হয়েছে।

তিনি বলেন, সিএনজি সিলিন্ডারে চার কোন ছিদ্র করে ইয়াবাগুলো রাখা হয়েছিল। তাঁর দাবি, ওই ইয়াবার বাজারমূল্য সাড়ে সাত কোটি টাকা। সাথে তিনি যোগ করেন, ইয়াবা পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি এবং গাড়ির চালক জাহিদ হোসেন(২৭)-কে আটক করা হয়েছে। ইয়াবা ট্যাবলেট, গাড়ি ও গাড়ির চালককে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি।

অন্যদিকে, তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর নেশা সামগ্রী সহ দুই নেশা পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার এসডিপিও সোনাচরণ জমাতিয়া, ওসি স্বপন দাস সহ পুলিশ কর্মীরা সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া থানাধিন গৌরাঙ্গটিলাতে অজয় সরকারের বাড়িতে হানা দেন ঐ বাড়িতে হানা দিয়ে ২৫২ কোটা ড্রাগস, ৫ বোতল কোরেক্স এবং নগদ ৪৮,৫০০ টাকা উদ্ধার করেন।

তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত থাকা আরও কয়েকজনের নাম জানতে পারে। তার স্বীকারোক্তি মূলে তাকে সঙ্গে নিয়ে চাকমাঘাটে মিঠন নাথের বাড়িতে হানা দিয়ে ২৬ গ্রাম ড্রাগস এবং নগদ ১৭ হাজার টাকার সহ আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এছাড়া, আরও এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়।

এব্যাপারে এনডিপিএস ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুটি জায়গা থেকে ২ লক্ষাধিক টাকা নেশা সামগ্রী এবং নগদ ৬৫, ৫০০ টাকার সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। দীর্ঘদিনবাদে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে। নেশার কবলে পড়ে যুব সমাজ ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে। রাজ্যসরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারের নেশামুক্ত রাজ্য গঠনের অঙ্গ হিসেবেই এই সফল অভিযান বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বদরপুরে

পাচের পাতার পর

নিজের এএস১১পি৩৬০৬ নম্বরের মারুতি ইকো ভ্যান গাড়ি খানা ষ্টেশন রোডে শীতলা মন্দির সংলগ্ন স্থানে শনিবার রাতে গাড়ি বন্ধ করে রেখে যান। রবিবার সকাল পাঁচটা নাগাদ গাড়ি বের করতে এসে দেখেন গাড়ি নেই। গাড়ি না পেয়ে দ্বীজেন্দ্র হতভম্ব হয়ে পড়েন। অনেক খোঁজাখুঁজি করে কোথাও কোন সন্ধান পাননি। তারপর বাধ্য হয়ে এ মর্মে বদরপুর থানায় চুরি যাওয়া সংক্রান্ত এক এজাহার দায়ের করেন।

গাঁজার পরিবর্তে রকমারী সবজি চাষ করে সফল কৃষক চরণ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১ মার্চ ।। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার উত্তর পুলিনপুরের বাসিন্দা চরন দেববর্মা। বয়স ৬৫। তিনবছর পূর্বে চরন দেববর্মা নিজের তিন কানি খেতে গাঁজা চাষ করতেন। খোয়াই চেবরিস্থিতি কেভিকে এর সহযোগিতায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে সুবিধা পেয়ে, এখন দুষ্কির উত্তর পুলিনপুর এডিসি ভিলেজের তিনি একজন দক্ষ কৃষক। চরন দেববর্মা জানান তিনবছর পূর্বে তিনি প্রতিনিয়ত গাঁজা চাষ করতেন। খোয়াই কেভিকে তাকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ফলে, এখন গাঁজা চাষ করা বন্ধ করে, ধান সহ রকমারি সবজির চাষ করেন। ভালো চাষ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অন্তোদ্বয় কৃষি পুরষ্কার পেয়েছেন ২০১৯ সালের জুলাই মাসে। পুরষ্কার হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছেন। তাছাড়াও একজন ভাল কৃষকের শংসাপত্র পেয়েছেন। তিনি অরও জানান যে কৃষি কাজ করে বেশ ভাল রোজগার করছেন।

আজ থেকে সংসদে বাজেট আলোচনায় অংশ নেবেন রাজ্যের দুই সাংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১লা মার্চ ঃ ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট পেশ করেছে। এবং আগামী ২রা মার্চ থেকে সংসদে এই বাজেট নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। রাজ্যের দুই সাংসদ ও এই বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে বলে রাজধানী আগরতলা প্রেসক্লাবে জানালেন বিজেপি দলীয় মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি বলেন সাধারণ জনগন বাজেট সম্পর্কে পূর্বে কোন ধারণা ছিল না। অথচ বাজেটের পরবর্তী ফলাফল সাধারণ জনগনই ভোগ করত। কেন্দ্রীয় সরকার এবারের বাজেটে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছে কিন্তু সাধারন জনগণের কাছে সেই বার্তা যাচ্ছে না। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে একটি কমিটি করে জনগণকে বাজেট সম্পর্কে সখ্যক ধারণা দেওয়া পরিকল্পনা হয়েছে সুমিত সরকারকে। তিনি এ সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে কো-অর্ডিনেট করবেন।

বঙ্গে

● প্রথম পাতার পর

হবে এই পরিবর্তন। বিজেপির জয়যাত্রা উন্নয়নের জয়যাত্রা।

আগে বাংলায় বিজেপি নেতাদের হেলিকপ্টারকে দেওয়া হত না। ৪০ জনেরও বেশি বিজেপি কর্মীকে খুন করা হয়েছে। আজকের সভা থেকে তাই শুরু হোক অন্য ডাক আর নয় অন্যায়।

কেন্দ্রীয় স্বাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মমতা দিদি বাংলার মানুষ আপনাকে চিনে নিয়েছে। আপনার বিরুদ্ধেই আজকের জনসভা। আমরা যেভাবে এগোচ্ছি তাতে জয় হবে। আর তা শেষ হবে ২০২১-এর ভোটে। সিন্ডিকেট, স্বজনপোষণ আর নয়। এ রাজ্যে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি।

অমিতবাবু বলেন, মমতা দিদির আমলে বাংলা পিছিয়ে পড়েছে। বাংলার ৮০ কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কৃষকরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা পাচ্ছে না। মমতাদিদি আমাদের রুখতে পারবে না। ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ এ রাজ্যের মাথায়। তোলাবাজি, খুন-সন্ত্রাস চলছে। এই অবস্থায় বাংলার শাসনভার কোন রাজপুত্রের হাতে যাবে না। ভূমিপুত্রদের হাতেই থাকবে। বাংলায় 'দিদিকে বলো' শ্লোগান পরিবর্তিত হবে 'আর নয় অন্যায়' ধ্বনিতে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় এলে পাঁচ বছরে সোনার বাংলা তৈরি হবে। দুষ্কৃতীদের বিজেপি জেলে ঢোকাবে। সিএএ নিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে সংখ্যালঘুদের। ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল। কিন্তু এটা নাগরিকত্ব নেওয়ার জন্য নয়। সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। কাশ্মীরে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন সফল হয়েছে এটা ভেবে ভালো লাগছে। কিছুদিনের মধ্যেই রাম মন্দির তৈরি হবে বলে জানান অমিতবাবু।

জীবন

● প্রথম পাতার পর

প্রথমে দমকল কর্মীরা তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান তার শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশই ঝলসে গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে। তিনদিন ধরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর শনিবার গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়।

ওনার চার কন্যা সন্তান ও এক পুত্র সন্তান সহ স্ত্রী রয়েছে। তার মধ্যে চার কন্যা সন্তানেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে শুধু কৃষ্ণধন দাস ও তার স্ত্রী-ছেলে থাকতেন। জানা গেছে ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরেও তার স্ত্রীর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তারপর তার স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এরপরই তিনি গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। রবিবার তার দেহ জিবি হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে।

মোদী

● প্রথম পাতার পর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানানোর সমালোচনা করেন বক্তারা। মোদীকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়া হবে না বলেও ঘোষণা করা হয়। ঢাকা বিমানবন্দর ঘেরাওয়ের ঘোষণা দেন ইসলামি দলের নেতৃত্ব।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে খোয়াই জেলা আদালতে সোপর্দ করতে আদালত তাকে চৌদ্দ দিনের জেলহাজতে পাঠায়।

বিজেপি বিধায়করা

আটের পাতার পর

মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন সেন সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা জনজাতি অঞ্চল গুলিতে যায় এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন।

৭৯ টিলায়

আটের পাতার পর

সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শববাহী শকট প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এ ধরনের মহতী কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সমাজে যাদের আর্থিক সামর্থ রয়েছে তারা যদি নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দের পাশাপাশি সমাজের জন্য কিছু সামাজিক কাজ করেন তাহলে তাতে দারুণ তৃপ্তি লাভ করার সুযোগ পাবেন। এধরনের কাজে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

র‍্যালী কাঞ্চনপুরে

আটের পাতার পর

মার্কেটের সামনে র‍্যালির শেষে পথ সভা করেন তারা। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বাঙালী স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর চীপ কমান্ডার গৌরী শঙ্কর নন্দী, বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের সচিব কল্যাণ পাল, ছাত্র নেতা রঞ্জিত বিশ্বাস, ত্রিপুরা রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল এবং অন্যান্যরা। বক্তারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্টভাবে জানান যে বাঙালীদের উপর আক্রমণ আর কিছুতেই সহ্য করা হবে না এখন পিট দেওয়ালে ঠেকে গেছে আর নয়। র‍্যালিটি মূলত আনন্দ বাজারের উদ্বাস্তু পরিবারে উপর অত্যাচারের প্রতিবাদেই অনুষ্ঠিত হয়। নতুন বিষয় হলো বাঙালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইউনিফর্ম সহ রোড র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করায় জনসাধারণের মনে কৌতহলের সৃষ্টি হয়েছে।

জিবি বাজারে ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে নেশা বিরোধী কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। রাজধানীর আগরতলা জিবি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে নেশা বিরোধী কর্মশালা সংগঠিত করা হয়। বর্তমান সময়ে যুবক থেকে বৃদ্ধ, স্কুল ছাত্র থেকে অফিস কর্মচারীরাও এই নেশায় দিনকে দিন আসক্ত হচ্ছে। এতে সামাজিক অবক্ষয়ের নিত্য নতুন চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসছে। অনতিবিলম্বে এর বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের দিকে ধাবিত হবে। বিশেষ করে জিবি বাজার সংলগ্ন এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকেই এই নেশা কারবারী এবং নেশা গ্রস্তদের দৌড়ঝাঁপ লক্ষ্য করা যায়। এনসিসি থানা, পূর্ব ও পশ্চিম থানার কাছাকাছি থাকলেও রাতে টহল দেবার সময় দেখেও না দেখার ভান করে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে জানালেন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শ্যামল পাল। আর সেই জনগণকে সচেতন করতে এ নেশা বিরোধী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রয়াত বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা বাজুবন রিয়াং-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১লা মার্চ।। রবিবার আগরতলা টাউন হলে প্রয়াত প্রক্তন সাংসদ বর্ষীয়ান সিপিআইএম নেতা বাজুবন রিয়াং-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, বিরোধী দলের উপনেতা বাদল চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা , বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস এবং প্রয়াত পরিবারের স্ত্রী ও কন্যা সহ অন্যান্যরা ।

প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদের স্মরণসভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন, বাজুবন রিয়াং ছিলেন একজন সচ্ছ, সত ও সরল জীবনযাত্রার মানুষ। তিনি ছিলেন সত্যাশ্রয়ী। মিথ্যার আশ্রয় নিতেন না, সবসময় অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। অন্যায়ের সঙ্গে অবস্থা অনুযায়ী অত্যন্ত সাহসীকতার সঙ্গে ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে পিছু পা হতেন না। তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। নিজের মতো করে কাজ করে যেতেন। যখন কিছু বুঝতে অসুবিধা হতো ছোট, বড় বাধ বিচার না করে খোলা মন নিয়ে, শিশুসুলভ মন নিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। বাজুবন রিয়াং এর পোশাক ছিল খুবই স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। ছেলে মেয়ে ও পরিজনের লোকজনদেরকে এসব বিষয় শেখাতে চেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি। তিনি সবসময় বলতেন, ভালোভাবে পড়াশোনা কর বাবা মানুষ হও, নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর। বাজুবন রিয়াং ছিলেন জাতপাত, ধর্ম -বর্ণের উর্দ্ধে এমন একজন মানুষ যিনি প্রত্যেক ধর্ম-বর্ণের মানুষকে সম্মান করতে জানতেন। তিনি প্রত্যেককে মর্যাদা দিতেন। তাঁর জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে সাংসদ কিংবা মন্ত্রী থাকা কালেও রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পরিচিত মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন। দুরবর্তী স্থান থেকে কেউ তা সরকারি বাসভবনে আসলে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নিজের বাড়িতেই করার চেষ্টা করতেন। বাজুবন রিয়াং নিজে খেতে যেমন ভালোবাসতেন অন্যকেও খাওয়াতে ভালোবাসতেন। তার সামাজিক অনুভূতি ও জীবন যাত্রা ছিল অসাধারণ। তার এই জীবনাদর্শ মানুষকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করত। স্মরণ সভায় বাজুবন রিয়াং-এর জীবনাদর্শে অদ্বুদ্ধ হতে যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রয়াতের অনুপস্থি দলের বিরাট ক্ষতি সাধণ করেছে বলেও দলীয় নেতৃবৃন্দ স্মরণসভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

গাজা বিরোধী অভিযানে বিএসএফ-র মারধরে আক্রান্ত ১১ গ্রামবাসী, অভিযোগ থানায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ।। গাজা বিরোধী অভিযানে গিয়ে বিএসএফ-র বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে। থানায় ওই ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। কারণ, বিএসএফ-র মারে মহিলা-পুরুষ মিলে ১১ জন আক্রান্ত হয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবিউ তাদের মধ্যে তিনজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমায় সীমান্তবর্তি কমলনগর গ্রামে ওই ঘটনায় জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী বিএসএফ-র ভূমিকায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার এখন পর্যন্ত ওই ঘটনায় কোন প্রতিক্রিয়া দেয়নি । সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌভিক দে জানিয়েছেন, ওই ঘটনা নিয়ে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকদের সাথে জেলা পুলিশ প্রসাশনের বৈঠক হবে।

শনিবার ভোররাতে ওই ঘটনায় কমলনগর গ্রামের বাসিন্দা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেনউ তবে বিএসএফ সূত্রে দাবি, গাজা মজুতের সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হয়েছিল। তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল এবং তাতে বিএসএফ-কেও পাল্টা প্রতিরোধ করতে হয়েছে। তাতে কয়েকজন আহত হয়েছেন। পুলিশের বক্তব্য, এধরনের অভিযানে স্থানীয় থানায় না জানিয়ে যাওয়া বিএসএফ-র উচিত হয়নি। কারণ, সাধারণ আইন-শৃঙ্খলা মোকাবিলা করা পুলিশের এক্তিয়ারে রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কমলনগর এলাকায় আলী আহমেদের বাড়িতে গাজা মজুত রয়েছে রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টের ভিত্তিতে কলমচৌড়া গলাচিপা বিওপি এবং আনন্দপুর বিওপি-র জওয়ানরা অভিযান চালান। কিন্তু, বিএসএফ-র অভিযানের খবর আগেই তাদের কাছে পৌঁছে যায়, বিএসএফ সূত্রে এমনটাই দাবি। সূত্রের বক্তব্য, আলী আহমেদের বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় বাড়ির সদস্যরা তাতে বাধা দেন। ফলে, বিএসএফ-কে কঠোর হতে হয়েছে।

আলী আহমেদের বাড়ির সদস্যের দাবি, বিএসএফ বিনা অপরাধে তাদের উপর আক্রমণ করেছে। ওই ঘটনায় আলী আহমেদের ভাইপো আল আমিন সোনামুড়া থানায় মামলা করেছেন। তার অভিযোগ, বিএসএফ-র মারধরে পরিবারের ১১জন সদস্য আহত হয়েছেন। তাতে বৃদ্ধা মহিলাও রয়েছেন। তার ছোট ভাই মহম্মদ হানিফ গুরুতর আহত হয়েছেন বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, লিলুফা আক্তার(৫৫), মনোজা খাতুন(৬০), নির্মাণ শ্রমিক বিমান দাস(৩৯), রাজীব চৌধুরী(২০), কামাল হোসেন(১৯), সুজিত দাস(২৪), নারায়ণ পাল(৪৫), জীবন দেব(১৮), অভিজিৎ দাস(৩৫) এবং বিশ্বজিৎ বিশ্বাস(৩৪) গুরুতর আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে মহম্মদ হানিফ, অভিজিৎ দাস ও বিশ্বজিৎ বিশ্বাসকে হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওই ঘটনায় এলাকায় চাপা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিএসএফ-র পদস্থ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করবে। গাজা বিরোধী অভিযানে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিএসএফ-র মারধর দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী।

ট্রিপারের

● প্রথম পাতার পর

গাড়িটি আসার পর পেছনের চাকায় পিষ্ট হয় সত্যজিৎ রায় নামের ওই ব্যক্তি। বাজারের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা এই দৃশ্য দেখে জোড়ে চিৎকার করে গাড়ি থামানোর কথা বললে চালক গাড়িটিকে থামিয়ে ফেলে।

কিন্তু ওই ব্যক্তি লরির চাকার নিচেই চাপা পরে ছিল। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেকান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে রেফার করা হয় জিবিতে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে, আহত ব্যক্তির বাড়ি বিসালগড়ের নিউ মার্কেট এলাকায়। পুলিশ গাড়ির চালক নজরুল ইসলামকে আটক করেছে।

াঙ্গন

রানের খরা কাটল না, দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ বিরাট

ক্রাইস্টচার্চ, ১ মার্চ (হি.স.): নিউজিল্যান্ড সফরে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির রানের খরা কাটল না ঊ দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ ভারতের 'রানমেসিন' ঊ চলতি সিরিজে তাঁর সংগৃহীত রানসংখ্যা যথাক্রমে ২, ১৯, ৩, ১৪। এই নিয়ে কেরিয়ারে দ্বিতীয় কোনও টেস্ট সিরিজে কোহলি একটিও ইনিংসে ২০ রানের গন্ডি পেরোতে ব্যর্থ হলেন।

২০১৪ ইংল্যান্ড সফরেও টেস্ট সিরিজে বিরাটের ব্যাটে ছিল রানের খরা। তবু ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তাঁর ব্যাটিং গড় ছিল ১৩.৪০। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০১৭ টেস্ট সিরিজে বিরাটের ব্যাটিং গড় যদিও চলতি টেস্ট সফরের তুলনায় ছিল আরও কম (৯.২)। তবে সেটা ছিল ঘরের মাঠে। অর্থাৎ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে কোহলির ৪ ইনিংসে সংগৃহীত ৩৮ রান বিদেশে কোনও টেস্ট সিরিজে গড়ের নিরিখে সর্বনিম্ন। উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে বিরাটের ব্যাটে গড় ৯.৫। সর্বোচ্চ ১৯।

ব্যাটে লাগাতার খারাপ ফর্ম চললেও রবিবার মাঠে দলকে যেভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোহলি, তাতে প্রাক্তন তারকা ব্যাটসম্যান ভিভিএস লক্ষ্মণের প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। রবিবাসরীয় সকালে হ্যাগলে ওভালে বোলারদের দুরন্ত পারফরম্যান্সের সঙ্গে বাইশ গজে বেশ উজ্জীবিত দেখাচ্ছিল কোহলিকেও।তবে ব্যাট হাতে ফের ব্যর্থতা। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪ রানে কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমের ডেলিভারিতে এলবি ডব্লু হয়ে সফর শেষ করেন কোহলি। ক্রিকেট অনুরাগীরা তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তুললেও ক্রাইস্টচার্চ টেস্টের আগে ফর্মে না থাকার কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বয়ং কোহলি। তিনি বলেছিলেন, ঠিকঠাকই ব্যাটে-বলে করছেন তিনি।

সর্বকালের অন্যতম সেরা, অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিয়ে ওয়াগনারকে ফেরালেন জাডেজা

ক্রাইস্টচার্চ, ১ মার্চ (হি.স.): অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিয়ে নিল ওয়াগনারকে ফেরালেন রবীন্দ্র জাডেজা।নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনে রবিবার মহম্মদ শামির বলে পুল করেছিলেন ওয়াগনার। স্কোয়্যার লেগে থাকা জাডেজা পিছন দিকে গিয়ে লাফিয়ে উঠে এক হাতে ক্যাচ নেন। এই ক্যাচ দেখে উচ্ছ্বসিত ক্রিকেটপ্রেমীরা।

প্রথম ইনিংসে ভারতের ২৪২ রানের জবাবে ২২৮ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে তখন অনেকটাই ব্যাকফুটে নিউজিল্যান্ড। অন-স্ট্রাইক নীল ওয়্যাগনারের বিরুদ্ধে বল হাতে মহম্মদ শামি। শামির একটি শর্টপিচ ডেলিভারি পুল হাঁকালেন নিল ওয়াগনার। ডিপ স্কোয়্যার লেগ থেকে সে সময় অনেকটাই এগিয়েছিলেন ভারতীয় দলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে সফল ফিল্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। ওয়্যাগনারের পুল শট যখন জাদেজাকে টপকে নিশ্চিত বাউন্ডারির দিকে, ঠিক তখনই শরীর শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে কিউয়ি ব্যাটসম্যানের পুল ছো মেরে লুফে নিলেন জাদেজা।

শুধু ক্যাচ তালুবন্দী করাই নয়, এরপর মাটিতে পড়ার সময় জাদেজার শারীরিক ভারসাম্য ছিল শিক্ষানবীশ ক্রিকেটারদের আদর্শ।ক্যাচ দেখে ধারাভাষ্যকাররাও বলে ওঠেন, সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্যাচটি নিলেন জাডেজা।

নিমেষের মধ্যে 'স্যার' জাদেজার সেই ক্যাচ ভাইরাল হয়ে যায় ইন্টারনেটে। এর পর নেটদুনিয়ায় তাঁকে 'সুপারম্যান' বলা হচ্ছে। জাদেজার এই ক্যাচই কী সর্বকালের সেরা শুরু হয়ে যায় চর্চা। তবে সর্বকালের সেরা না হলেও ভারতীয় ক্রিকেটারের এই ক্যাচ যে টেস্ট ক্রিকেটে অন্যতম সেরা ক্যাচের তালিকায় উপরের দিকেই থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্রাইস্টচার্চে সফল বোলাররা, ব্যাটিং বিপর্যয়ে চাপে দ্বিতীয় টেস্টেও চাপে ভারত

ক্রাইস্টচার্চ, ১ মার্চ (হি.স.): ওয়েলিংটনের থেকে একটু উন্নতি হল ক্রাইস্টচার্চে। দ্বিতীয় টেস্টার দ্বিতীয় দিনে বাজিমাত করলেন ভারতের বোলাররা। ২৩৫ রানে নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে অল-আউট করে ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে ভারতকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে ছিলেন মহাম্মদ শামিরা। কিন্তু ব্যাটসম্যানদের ফের ব্যর্থতায় সেই লড়াই দাম পেল না। উল্টে, এখন হোয়াইটওয়াশের খাঁড়া ঝুলছে ভারতের উপর। দিনের শেষে ভারত ৯৭ রানে এগিয়ে থাকলেও হাতে আছে মাত্র চার উইকেট।

হ্যাগলি ওভালে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ২৪২ রানে শেষ হয়েছিল ভারতের ইনিংস। রবিবার সকালে দ্বিতীয় দিনের শুরুতে বিনা উইকেটে ৬৩ নিয়ে শুরু করেছিল নিউজিল্যান্ড। শুরু থেকেই দাপট দেখাতে শুরু করেন ভারতীয় পেসাররা। সকালের দু'ঘন্টায় এল পাঁচ উইকেট। কিউয়িরা যোগ করলেন মাত্র ৭৯ রান। পর পর আউট হলেন টম ব্লান্ডেল (৩০ রান), অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন (৩ রান), রস টেলর (১৫ রান), টম ল্যাথাম (৫২ রান) ও হেনরি নিকলস (১৪ রান)। শেষ দিকে ব্যাট হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কিউয়ি পেসার কাইল জেমিসন। ৬৩ বলে তিনি করলেন ৪৯ রান। যাতে ছিল সাতটি বাউন্ডারি। কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম (২৬ রান), নিল ওয়্যাগনার (২১ রান) তাঁকে সঙ্গত করেন। ১৫৩ রানে ৭ উইকেট পড়ার পর শেষ তিন উইকেটে যোগ হল ৮২ রান। শামি-বুমরাহ ছাড়া উইকেট পেলেন রবীন্দ্র জাডেজা (২-২২) ও উমেশ যাদব (১-৪৬)।

এদিন শামি ৮১ রানে নিয়েছিলেন চার উইকেট। ৬২ রানে তিন উইকেট নিয়েছিলেন বুমরা। সাত রানের লিড পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগাতে ব্যর্থ ব্যাটসম্যানেরা। লিড পেলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ফের চাপে পড়ে গেল ভারত। দুই ওপেনার ময়াঙ্ক (৩) ও পৃথ্বী (১৪)-কে আউট করেন ট্রেন্ট বোল্ট ও টিম সাউদি। এর পর বিরাট কোহালিকে ((১৪) এলবিডব্লিউ করেন কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম। ফিরে গিয়েছেন অজিঙ্ক রাহানে (৯), চেতেশ্বর পূজারা (২৪), নৈশপ্রহরী উমেশ যাদবও (১)। দিনের শেষে ছয় উইকেটে ৯০ তুলেছে ভারত। ট্রেন্ট বোল্টই (৩-১২) নিউজিল্যান্ডের সফলতম বোলার।

রিয়াল-বার্সা লড়াই দেখতে মাদ্রিদে রোহিত শর্মা

মাদ্রিদ, ১ মার্চ (হি.স.): এল ক্লাসিকোয় রবিবার মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা ঊ গ্যালারি থেকে রিয়াল-বার্সা লড়াই দেখতে মাদ্রিদে পৌঁছে গেলেন 'হিটম্যান' রোহিত শর্মা ঊ শনিবারই মাদ্রিদ পৌঁছে একটি টুইট করেন রোহিত। সেখানে নিজের একটি ছবি পোস্ট করে রোহিত লেখেন, 'ছবির মত সুন্দর মাদ্রিদে পৌঁছে দারুণ লাগছে। আগামীকাল এল ক্লাসিকো দেখার জন্য অপেক্ষার তর সইছে না।' চোটের কারণে নিউজিল্যান্ড সফরে ওয়ান-ডে এবং টেস্ট সিরিজে দলের বাইরে। বাইশ গজ থেকে সাময়িক ছুটি পাওয়া রিহ্যাব প্রক্রিয়ার পাশাপাশি প্রথম এল ক্লাসিকো দেখতে মাদ্রিদ পৌঁছে গেলেন এদেশে লা-লিগার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। বছরের গত ডিসেম্বরে লা-লিগা কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে রোহিতকে ভারতবর্ষে স্পেনের প্রিমিয়র ডিভিশন লিগের অ্যাম্বাসেডর ঘোষণা করে। তখনই স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ দ্বৈরথ দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন সংক্ষিপ্ত ফর্ম্যাটে বিরাট কোহলির ডেপুটি।

বিজ্ঞপ্তি

"তেজস্বিনী" আজকের অনন্যারা"

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে,

জেন্ডার সেনসিটাইজেশন

(লিঙ্গ সংবেদনশীলতা)-বিষয়ক

এক দিবসীয়

কর্মশালা

তারিখ ঃ ০২.০৩.২০২০ সময় ঃ সকাল ১১টা

স্থান ঃ সুকান্ত অ্যাকেডমী অডিটোরিয়াম, আগরতলা।

তাং- আগরতলা, ২৯ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

ইতি-

অধিকর্তা

সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর

ICA/D-1807/2019-20 ত্রিপুরা।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ভারত ছাড়ার নির্দেশ আরও এক বিদেশি ছাত্রকে

কলকাতা, ১ মার্চ (হি. স.): ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়তে আসা পোল্যান্ডের এক পড়ুয়াকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা ফরেনার রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস এই নির্দেশ পাঠিয়েছে। এদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য আসা বিদেশী পড়ুয়াদের এই অফিস থেকেই রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

এর আগে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদেশী পড়ুয়াকেও ভারত ছাড়ার নির্দেশ ধরিয়েছে এই অফিস। বাংলাদেশ থেকে আসা ওই ছাত্রী ফেসবুকে নিজেই সিএএ-বিরোধী একাধিক কর্মসূচির সমর্থনে ছবি পোস্ট করে। এর পাশাপাশি শান্তিনিকেতনে একটি সিএএ বিরোধী মিছিলেও সে পা মিলিয়েছিল।

সূত্রের খবর, ইউরোপের পোল্যান্ড থেকে যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে পড়তে এসেছিল কামিল সিডসিরিস্কি। গত ২২ ফেব্রুয়ারি কামিল সিএএ বিরোধী এক মিছিলে হাঁটু। ফরেনার রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের তরফে কামিলকে ডেকে পাঠানো হয় কলকাতায় তাঁদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে। সেখানে তাকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল আইন ভাঙার জন্য তাকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে।

করোনাভাইরাসের দাপট অব্যাহত চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ায়

বেজিং, ১ মার্চ (হি.স.) : চিনে করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৮৭০। শনিবার নতুন করে মারণ এই রোগে ৩৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৩৪জন হুবেই প্রদেশের বাসিন্দা। পাশাপাশি নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৫৭৩জন। যার মধ্যে ৫৭০জনই হুবেইয়ের বাসিন্দা বলে চিনা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

চিনের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়াতেই করোনাভাইরাসে বাড়বাড়ন্ত। সেখানে মারণ এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৩৭৬জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫২৬। মারণ এই রোগে দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। চিনের বাইরে দক্ষিণ কোরিয়াই হচ্ছে এমন দেশ যেখানে করোনা তার দাপট দেখিয়ে চলেছে।

মধ্যপ্রদেশে দুর্ঘটনার কবলে মালগাড়ি, নিহত তিন

সিংরাউলি(মধ্যপ্রদেশ), ১ মার্চ (হি.স.) : দুইটি মালগাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত তিন। রবিবার ভোর ৪টে ৪০মিনিট নাগাদ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলিতে ঘটেছে।

এদিন আমলোরি কয়লাখনি থেকে কয়লাবোঝাই করে উত্তরপ্রদেশের দিকে যাচ্ছিল একটি মালগাড়ি। ঘানহারি গ্রামের কাছে অপর একটি ফাকা মালগাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় কয়লাবোঝাই মালগাড়িটির। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল যে তেরোটি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। লাইনচ্যুত হয় ইঞ্জিনও। এখনও পর্যন্ত তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যে রেললাইনটির উপর এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেটির দেখভালের দায়িত্ব ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশনের। কি কারণে এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চালকের ত্রুটি নাকি সিগন্যালিং ব্যবস্থায় গলদ ছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে এনটিপিসির কর্মীরা।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

পশ্চিম বড়জলা ভিলেজে গ্রাম স্বরাজ অভিযান ত্রিপুরা বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মার্চ ।। জিরানীয়া ব্লক ও প'ায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে পশ্চিম বড়জলা ভিলেজ কমিটি কার্যালয় প্রাঙ্গণে আজ জিরানীয়া ব্লকভিত্তিক গ্রাম স্বরাজ অভিযান-২০২০-র কর্মসূচি আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যদিয়ে এই অভিযান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, দু'বছর হল বর্তমান সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অল্প সময়েই সরকার রাজ্যের সর্বত্র একটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। আগামী দিনে এ পরিবর্তন আরও বেশী করে সম্ভব হবে যদি রাজ্যের জনগণ সরকারের পাশে থাকে। তিনি বলেন, আমি রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজধর্ম পালন করতে হয়। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কোন জাতপাত, ধর্মবর্ণ বা কোন দলের কথা বড় নয়। মুখ্যমন্ত্রীকে সকল জনগণের কথা শুনতে হবে। সকল জনগণের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আগে কোন উন্নয়ন কাজ করতে হলেই জনগণকে আন্দোলন করতে হয়েছে। রোদ বৃষ্টিতে মিছিলে হাঁটতে হয়েছে। কোন সুবিধা পেতে গেলে পার্টি অফিসে ধর্ণা দিতে হতো, চাঁদা দিতে হতো। এখন এসব করতে হয় না। এ সমস্ত সিস্টেমের এখন পরিবর্তন হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির বাস্তব প্রয়োগে এখন বিনা আন্দোলনে ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাসের সংযোগ যাচ্ছে, পরিশ্রুত পানীয়জল, বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, জল হচ্ছে জীবন। সেই জল বিগত সরকার প্রতিটি গৃহে পৌঁছাতে পারেনি। বর্তমান সরকার অটল জলধারা প্রকল্পে প্রতিটি গৃহে সেই জল পৌঁছে দিতে প্রয়াস নিয়েছে। তিনি বলেন, আজ এই ভিলেজ প্রাঙ্গণে জিরানীয়া ব্লকের জনগণকে গ্রাম স্বরাজ অভিযানের মাধ্যমে আরও সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার পথ সুগম করা হল। এজন্য এই ব্লক এলাকার মানুষকে কোন আন্দোলন করতে হয়নি। এ ডি সি এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে তিনি বলেন, দীর্ঘদিন এ ডি সি এলাকা বাম শাসিত। প্রচুর অর্থ এ ডি সি এলাকার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এ ডি সি এলাকার কোন উন্নয়ন হয়নি। প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি এই ব্লকে যথাযথভাবে রূপায়িত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন জিরানীয়ায় বিধায়কের উদ্যোগে জিরানীয়া মহকুমা হাসপাতাল ও একটি কলেজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিগত ২৫ বছরে জিরানীয়ায় মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এই কাজগুলি হয়নি। তিনি বলেন, দুঃস্থ বয়স্কদের সুরক্ষা ও তাদের চোখে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সরকার শিবিরের মাধ্যমে সম্পর্ণ বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন করার ব্যবস্থা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার দ্রত বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আগামীদিনে এই চিত্র সকলের চোখে ধরা পড়বে। তিনি বলেন, যে ত্রিপুরার স্বপ মহারাজা বীর।

বিক্রম দেখতেন সেই স্বপের ত্রিপুরা গড়তে সরকার বদ্ধপরিকর। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে গ্রাম স্বরাজ অভিযানের সুবিধাগুলি গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, প্রতিটি দরজায় উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়া, সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এই গ্রাম স্বরাজ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার জনগণের। তাই সরকারের লক্ষ্য জাত-পাত-নির্বিশেষে সকল জনগণের উন্নয়ন। আগামীদিনে এরকম উন্নয়ন কর্মসূচি আরও বেশী করে জনগণের জন্য উন্মক্ত করে দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরেন্দ্র দেববর্মা, জিরানীয়া বি এ সি'র চেয়ারম্যান শুভামণি দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব), বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক ও অভিজিৎ দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। সভাপতিত্ব করেন প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ম' দাস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডঃ সন্দীপ এন মহাত্মে। অনুষ্ঠানের শেষে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের হাতে বিভিন্ন যোজনার সুবিধাগুলি তুলে দেন।

আগরতলায় প্রাগজ্যোতিষ উৎসব-২০২০-র সূচনা ত্রিপুরা সংস্কৃতির এক পীঠভূমি ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ মার্চ ।। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা আয়োজিত 'প্রাগজ্যোতিষ' উৎসব-২০২০ আজ আগরতলায় শুরু হয়েছে। এই উৎসবে উত্তর-পূর্বা'লের রাজ্যগুলির নাটক ম'স্থ হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নং হলে ৫দিনব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। উৎসবের উদ্বোধন করে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেববর্মা বলেন, সংস্ক'তি হচ্ছে মানুষের আত্মার ভাষা। তিনি বলেন, যেখানে আত্মা আছে সেখানে সাধনা আছে। নাটক হলো সাধনার বিষয়। এটা আমাদের ঐতিহ্য। উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংগীত, নৃত্য, কলা, নাটক সংস্ক'তির এই ধারাগুলি আমাদের দেশের মূল সম্পদ। যা ভারতের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ত্রিপুরা খুবই ছো- একটা রাজ্য হলেও এই রাজ্য সংস্ক'তির পীঠভূমি।

রাজ্যে এন এস ডি'র শাখার প্রশংসা করে এখানে বড় একটা সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ রয়েছে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব স'য় গাঙ্গুলী নাটকের গুরুত্ব উল্লেখ করে নাটকের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে একাত্মতাবোধ জাগিয়ে তোলার কথা বলেন। এন এস ডি'র আগরতলা সেন্টারের অধিকর্তা বিজয় কুমার সিং ত্রিপুরা এবং উত্তর পূর্বা'লে নাট্য চর্চায় এন এস ডি'র ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ন্যাশন্যাল স্কুল অব ড্রামার ফ্যাকালটি মেম্বার শান্তনু বোস।

নাট্য উৎসবের প্রথম দিনে আজ আসামের 'ইরিকোটি মিরিকোটি' নাটকটি ম'স্থ হয়। আগামীকাল ত্রিপুরার দলের 'রাজ অতিথি' নাটকটি ম'স্থ হবে। এছাড়াও পরবর্তী ৩দিন আসাম, মনিপুর এবং ত্রিপুরার নাটক ম'স্থ হবে।

শাহিনবাগে জারি ১৪৪ ধারা

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ (হি.স.) : সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রবিবার সকালে শাহিনবাগে জারি করা হল ১৪৪ ধারা। যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিপুল সংখ্যায় পুলিশকর্মী ও সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে।

অতিডানপন্থী সংগঠন হিন্দুসেনার তরফ থেকে পয়লা মার্চের মধ্যে বিক্ষোভকারীদের অবস্থান তুলে নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। এদিনই সেই সময় সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো জন্য বিপুল পরিমাণে পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এদিন হিন্দুসেনার শাহিনবাগে সমাবেশ করার কথা ছিল কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে শনিবার নিজেদের ঘোষিত কর্মসূচির থেকে পিছু হটে হিন্দুসেনা। পুলিশের যুগ্ম-কমিশনার ডি সি শ্রীবাস্তবস জানিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিশাল পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে শাহিনবাগে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছে বহু মহিলা। মূলত সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছে শাহিনবাগে।

চিত্তরঞ্জন ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১লা মার্চ ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার মহতী রক্তদান শিবির ও চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের চেয়ারম্যান ডঃ প্রফুল্লজিৎ সিনহা ও বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে রক্তদান উৎসবে পরিণত হয়েছে। রক্তদান মানুষের হৃদয়ের সঙ্গে মিলে গেছে। বিশেষ করে মা-বোনরা যখন রক্তদানের মতো মহতী কাজে এগিয়ে আসেন তখন বিষয়টির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়, পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত রক্তদান বিষয়ে মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছেন। ব্যাপক সংখ্যক জনগন রক্তদানের মতো মহতী কাজে এগিয়ে আসছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে রাজ্যকে ক্যাটারেক মুক্ত করা হবে। মার্চ মাসের মধ্যে দক্ষিণ জেলা ক্যাটারেক মুক্ত হবে। গোমতী জেলাতেও কাজ চলেছে জোর কদমে। মুখ্যমন্ত্রী ক্লাবগুলিকে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে রক্তদান সহ অন্যান্য সামাজিক ও পরিষেবামূলক কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। মানুষ মনে রাখে এ ধরনের কাজ করতে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ক্লাবের সদস্য সদস্যাসহ এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

ব্রহ্মাবাড়িতে রামকৃষণ সেব মন্দিরে বৈষ্ণব সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ মার্চ ।। রবিবার উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়িস্থিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ সেবা মন্দিরে জেলাভিত্তিক এক বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন করা হয় শ্রী শ্রী বৈষ্ণব মহা মণ্ডলীর উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সনাতন দাস গোস্বামী, ত্রিপুরা বৈষ্ণব মহা মণ্ডলির সম্পাদক চন্দন ময় ভৌমিক, গিরিন্দ্র মজুমদার বৈষ্ণব সহ প্রমুখ। রবিবার সারাদিন হরিণাম এবং কীর্তন সংগঠিত হবে। উদয়পুর, অমরপুর, নতুনবাজার, শান্তিরবাজার, বিলোনিয়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৈষ্ণবরা উপস্থিত রয়েছেন বলে উদ্যোক্তারা জানান। তাদের বক্তব্য হল পাপাচ্ছন্ন ঘোর কলিকালের চরম লগ্নে যখন পৃথিবী দুঃখ, বেদনা, হতাশ, অনাচার ও ভ্রষ্টাচারে ধর্মের গ্লানিতে পৃথিবী ভারক্রান্ত তখনই শ্রী মনমহাপ্রভু আবির্ভূত হয়ে প্রেম বৈষ্ণের জোয়ারে সমস্ত কালিমা ধূয়ে মুছে জীব জগৎকে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করাই হল রবিবারের বৈষ্ণব সম্মেলনের আয়োজন করা এবং সমস্ত সংকীর্নতা, পরস্পরের হিংসা, মান অভিমান সকল দূরীভূত করাই হল এই বৈষ্ণব সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য।

জনজাতি এলাকা সফর করলেন বিজেপি বিধায়করা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১লা মার্চ ঃ রাজ্য বাম আমলে এডিসি জনজাতি অঞ্চলগুলিতে জনজাতি অঞ্চলের মানুষদের জন্য রাস্তা ঘাট, জল, বিদ্যুৎ কোন কিছুরই ব্যবস্থা করেনি। রবিবার মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের হাঁচুপাড়া, বড়বাড়ি, মাইদাবাড়ি, সোনাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ, এবং মাতারবাড়ি বিএসি এলাকার তোইইনানি আদিপুর এলাকায় সরকারি প্রকল্প স্থাপনেরও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ এবং শান্তিবাজার এলাকার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং গৌতমী জেলার জেলা শাসক তরুণ কান্তি দেবনাথ, মাতাবাড়ি ব্লকের বিডিও সৌরভ দাস

ছয়ের পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচন ঃ জোইবাড়িতে বিজেপির ব্যাইক র‌্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১ মার্চ ।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল বিজেপির উদ্যোগে এক সুবিশাল বাইক র‌্যালি আয়োজন করা হয়। রবিবার সকাল ১১ টায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে এই র‌্যালির শুভ সূচনা হয়। র‌্যালির মাধ্যমে যুবকরা সিএএ বিলের সমর্থন ও আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য সকলকে বার্তা দেন। এই র‌্যালিটি জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন পথ অতিক্রান্ত করে দেবদারু এডিসি ভিলেজে এসে সমাপ্তি হয়। বিজেপি কর্তৃক আয়োজিত এই র‌্যালিতে সকলের সাথে অংশগ্রহণ করেন ৩৮ জোলাইবাড়ি বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তমাল বৈদ্য, বিজেপির দক্ষিণ জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, বিজেপির দক্ষিণ জেলার জনজাতি মোর্চার সভাপতি সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, ৩৮ জোলাইবাড়ি বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তাপস দত্ত ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই বাইক র‌্যালিতে ৩৮ জোলাইবাড়ি বিধানসভার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুবকরা ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহণ করে।

শববাহী শকট প্রদান ৭৯ টিলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১লা মার্চ ঃ ৭৯ টিলার ইন্টিগ্রেটেড ইয়ুথস অব ত্রিপুরার উদ্যোগে জিবি বাজার চৌমুহনী এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সর্গীয় মালতী নাহা স্মরণে রবিবার প্রধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। কাঠিয়াবাবা মিশনের অধ্যক্ষ ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা

ছয়ের পাতায় দেখুন

শপথ নিলেন মালেশিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী

কুয়ালালামপুর, ১ মার্চ (হি.স.): মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মুহিউদ্দীন ইয়াসিন। রবিবার জাতীয় প্রাসাদে প্রথাগত মালয় পোশাক পরে দেশের অষ্টম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি।

রবিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় অষ্টম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ক্ষমতাসীন পাকাতান হারাপান জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়া মালয়েশিয়ান ইউনাইটেড ইন্ডিজেনাস পার্টির প্রধান এই মালয় নেতা।

শনিবার, মালয়েশিয়ার রাজ পরিবারের মুখপাত্র আহমদ ফাদিল শামসুদ্দীন বিবৃতিতে জানিয়েছিল যে দেশটির রাজা সংসদের ২২১ সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাতের পর জোহর রাজ্যের পাগোহ থেকে নির্বাচিত মুহিউদ্দীন ইয়াসিনের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত পেয়েছেন। এ কারণে মালয়েশিয়ার সংবিধান অনুসারে রাজা তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেছেনউ

উল্লেখ্য, এর আগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মহম্মদ পদত্যাগ করেন। পদত্যাগ করলেও মাহাথির মহম্মদকে অর্নবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করে মালয়েশিয়ার রাজা আবদুল্লাহ রি'আয়াতুদ্দীন আল-মুস্তাফা বিল্লাহ শাহ সাংসদদের সুপারিশ মেনে সেদেশের সদ্য প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুহিউদ্দীন ইয়াসিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনিত করেন ।

আমরা বাঙালীর স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর র‌্যালী কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১লা মার্চ ঃ রবিবার আমরা বাঙালী পার্টির বাঙ্গালী স্বেচ্ছা সেবক বাহিনীর একটি রোড র‌্যালি সংগঠিত হয়। সকাল ১০টায় দশদা থেকে র‌্যালি শুরু হয়ে পায়ে হেটে ২০ কিমি রাস্তা অতিক্রম করে কাঞ্চনপুর বাজার পরিক্রমা করে সাইনরাইজ

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।